প্রশ্নোত্তরে

যাকাতুল ফিতর ও উশর

মুহাম্মাদ নোমান আলী

সম্পাদনায় : আকরামুজ্জামান বিন আবদুস সালাম

www.waytojannah.com

Contents

﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾

"রাসূল তোমাদেরকে যা দেয় তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা হতে তোমাদেরকে নিষেধ করে তা হতে বিরত থাক।" (সূরা হাশর : ৭)

প্রশ্নোত্তরে

যাকাতুল ফিতর ও উশর

মুহাম্মাদ নোমান আলী

সিনিয়র প্রভাষক, নিতপুর সিনিয়র ফাজিল মাদরাসা
পোঃ নিতপুর, থানা : পোরশা, নওগাঁ।
সাবেক প্রিন্সিপ্যাল, কদমডাংগা জামি'আ ইসলামিয়া আরাবিয়্যাহ
সাবেক মুহাদ্দিস, দারুল হুদা আলাদীপুর সালাফিয়্যাহ মাদরাসা, নওগাঁ
মোবাইল : ০১৭১৮-৬১৪৩৫১

সম্পাদনায় : আকরামুজ্জামান বিন আবদুস সালাম

www.waytojannah.com

Contents

প্রশ্নোত্তরে
যাকাতুল ফিতর
ও উশর

প্রকাশক :
সাকেরা নোমান

প্রকাশ কাল : মার্চ ২০০৯ ঈসায়ী
রবিউল আওয়াল ১৪৩০ হিজরী
ফাল্গুন ১৪১৫ বঙ্গাব্দ।

॥ সর্বস্বত্ব লেখকের॥

গ্রাফিক্স : কম্পোজ সেটিং ও মুদ্রণ সহযোগিতা :
তাওহীদ পাবলিকেশন্স
৯০, হাজী আবদুল্লাহ সরকার লেন, বংশাল, ঢাকা- ১১০০
ফোন : ৭১১২৭৬২, ০১৭১১-৬৪৬৩৯৬, ০১১৯০-৩৬৮২৭২

মূল্য : ২৫/- (পঁচিশ) টাকা মাত্র।

PROSHNOTTORE JAKATUL FITR & OSHOR
Writen by Muhammad Noman & Published by Sakera Noman
Price TK. 25/- Only.

www.waytojannah.com

ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক এডুকেশন এন্ড কালচার'র পরিচালকের

অভিমত

بسم الله الرحمن الرحيم

সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য। সলাত ও সালাম নাযিল হোক নাবী ﷺ'র উপর এবং সাহাবা, তাবিঈগণ কিয়ামাত পর্যন্ত তাদের পদাঙ্ক অনুসরণকারী সকল মু'মিন সম্প্রদায়ের উপর।

অতঃপর শ্রদ্ধেয় ভাই নোমান সাহেবের সঙ্কলিত "প্রশ্নোত্তরে যাকাতুল ফিত্বর ও উশর" বইখানা বিশুদ্ধ উপকারী ইসলামী গ্রন্থরাজির সাথে আরেকটি সংযোজন। বইখানা সংক্ষিপ্ত হলেও বেশ উপকারী বলে মনে হয়েছে। ছোট গ্রন্থটির মাধ্যমে যাকাতুল ফিত্বর ও উশরের সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় মাসআলাগুলো সহজ ভাষায় প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে স্পষ্ট করেছেন।

যাকাতুল ফিত্বর ও উশর ইসলামের তৃতীয় স্তম্ভ যাতাকেরই দু'টি ভিন্ন অংশ বিশেষ। তাই এদু'টিও রসূল ﷺ'র তরীকা অনুযায়ী আদায় করা বাঞ্ছণীয়। অথচ দেখা যায় এ দু'টি ক্ষেত্রে মুসলিম সমাজ অনেক ভুল-ভ্রান্তি ও বিদ'আতে জড়িত হয়ে গেছে। বইখানা পড়ে উক্ত ইবাদাত সংক্রান্ত অনেক ভুল-ভ্রান্তির নিরসন মিলবে। যাকাতুল ফিত্বর পণ্য বা খাদ্য দ্রব্য দিয়ে আদায় করবে, মূল্য দ্বারা আদায় করলে তা বিদ'আত হবে। হানাফী বা আহলে হাদীস যেই তা দ্বারা আদায় করুক না কেন। যাকাতুল ফিত্বর ও উশরের ক্ষেত্রে কি দ্বারা আদায় করতে হবে আর কিসের যাকাত চলবে বা চলবে না তা স্পষ্ট করা হয়েছে। এবং উভয়ের সুনির্দিষ্ট পরিমাপের ক্ষেত্রে বেশ বিভ্রান্তি ও বিক্ষিপ্ততা দেখা যায় "সা"-এর সঠিক পরিমাপ না জানার কারণে। এ বইয়ে সঠিক ও সূক্ষ্ম পরিমাপ দেয়া হয়েছে। গ্রন্থটির ব্যাপক প্রচার কামনা করি। আল্লাহর নৈকট্যের জন্য দু'আ করি তিনি যেন গ্রন্থটি কবূল করেন এবং এর মাধ্যমে মুসলিম সমাজের ব্যাপক উপকার সাধন করেন- আমীন!

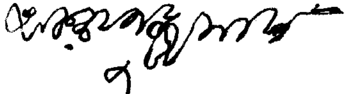

আকরামুজ্জামান

www.waytojannah.com

ভূমিকা

"প্রশ্নোত্তরে যাকাতুল ফিতর ও উশর" নামক বইটি প্রকাশ করতে পেরে সর্বাগ্রে অসীম ক্ষমতাধর মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় করছি। যে সব কারণে অত্র পুস্তকখানা প্রনয়ণ করার প্রয়োজন মনে করেছি (ক) নামায, রোযা ও হজ্জসহ অন্যান্য ইবাদতের মতই যাকাতুল ফিতর ফরয। আর তা রাসূল প্রদর্শিত ও শরীয়ত প্রবর্তিত নিয়ম ও বিধান অনুযায়ী আদায় না করলে আল্লাহর দরবারে কবূল হওয়ার প্রত্যাশা করা যায় না।

(খ) সমাজের বিভিন্ন স্তরের মুসলিম ভাইদের মোবাইল যোগে জিজ্ঞাসার প্রেক্ষিতে।

(গ) তাছাড়া সমাজে ও দেশে অসংখ্য নামধারী ইসলামী চিন্তাবিদ কুরআন ও হাদীস বিশারদ ওলামায়ে কেরাম থাকা সত্ত্বেও আজ মানুষেরা নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে যাকাতুল ফিতর যেভাবে আদায় করে থাকে তা কখনো কুরআন ও সহীহ হাদীস সম্মত হয় না।

সর্বপরি, রাসূল 'র লুপ্ত খাঁটি সুন্নাতকে জীবিত ও তা সমাজের সকল স্তরে বাস্তবায়ন করাই পুস্তকখানি প্রকাশের মুখ্য উদ্দেশ্য।

যাতে করে মুসলিম ভাইয়েরা যাকাতুল ফিতর আদায়ের ক্ষেত্রে তাদের মালকে নষ্ট না করে সহীহ পদ্ধতিতে আদায় করতঃ আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের উপায় খুঁজে পায়। সেই সাথে আমার পুস্তকখানা লেখার সার্থকতা হবে বলে আমি মনে করি।

অত্র পুস্তকে যতগুলো মাসআলা প্রণয়ন করেছি তা আমার ক্ষুদ্র জ্ঞান মোতাবেক নির্ভুল লেখার চেষ্টা করেছি। রাসূল বলেছেন : "প্রত্যেক আদম সন্তান ভুল করে থাকে আর সর্বশ্রেষ্ঠ ভুলকারী তারা যারা নিজের ভুল স্বীকার করে।" (সহীহ তিরমিযী হাঃ ২৪৯৯, মিশকাত হাঃ ২৩৪১)

সুতরাং আমারও ভুল হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। তাই যদি কোন মাসআলায় সুক্ষ্মদর্শী পাঠকের ভুল দৃষ্টিগোচর হয় তাহলে হাওয়ালাসহ (রিফারেন্স) জানিয়ে বাধিত করলে পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করে দিব ইনশা-আল্লাহ।

www.waytojannah.com

বইটি লিখতে সহায়ক গ্রন্থাবলীর প্রত্যেকটির হাওয়ালা (রিফারেন্স) সংযুক্ত করার চেষ্টা করেছি এবং বইয়ের শেষে লেখকের নামসহ বইগুলোর একটি তালিকাও সংযোজন করেছি। যাতে করে গবেষণা পিপাসু ব্যক্তিগণ এর সাহায্য নিতে পারেন।

বইটি লিখতে আমার অনেক সুভাকাঙ্ক্ষী আমাকে অনুপ্রেরণা দিয়েছেন। বিশেষভাবে আমার স্নেহধন্য সন্তান মোঃ ওবাইদুল্লাহ বইটি লেখার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যেমনটি আমাকে উৎসাহ ও পরামর্শ দিয়েছে তেমনটি লেখার ক্ষেত্রেও বাক্য চয়ন, প্রশ্নের ক্রমবিন্যাস ও রিফারেন্স অনুসন্ধান ইত্যাদি বিষয়ে আমাকে অক্লান্ত সহযোগিতা করেছে। প্রভুর কাছে তার উত্তম প্রতিদান কামনা করি।

বইটি মুদ্রণ ও প্রকাশে যারা বিভিন্নভাবে আমাকে সহযোগিতা করেছেন তাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে দু'আ করি, আল্লাহ যেন জাযায়ে খায়ের নসীব করেন।

সর্বশেষে, অকাতরে আকুল আবেদন, হে আমার পরওয়ারদেগার! এই জ্ঞান ভিখারীর নগণ্য খিদমাতটুকু তুমি কবূল কর এবং তোমার মনোনীত দ্বীনের পথে আরো বেশী খিদমাত করার তাওফিক দাও- আমীন॥

লেখক

www.waytojannah.com

দৃষ্টি আকর্ষণ

রাসূল ﷺ তোমাদেরকে যা দেয় তা গ্রহণ কর আর তোমাদেরকে যা থেকে নিষেধ করে তা থেকে বিরত থাক। (আল-হাশর : ৭)

আজ হতে প্রায় ১৪০০ শত বছর পূর্বে রসূল ﷺ কর্তৃক দ্বীন ইসলামের সকল আহকাম প্রবর্তিত হয়েছে। প্রবর্তিত বিধানসমূহের মধ্য হতে গুরুত্বপূর্ণ একটি বিধান হল যাকাত, তন্মধ্যে যাকাতুল ফিতর ও উশর হল উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। যা অবশ্যই পালনীয়। উক্ত দু'টি বিষয়ের বিধানগুলো অতীব সহজ করে জনসমাজে তুলে ধরার জন্য "প্রশ্নোত্তরে যাকাতুল ফিতর ও উশর" নামক বইটির আত্মপ্রকাশ।

বইখানা প্রণয়নকালে প্রায় ৪০ খানা বইয়ের সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছে। সুতরাং তত্ত্ব ও তথ্যবহুল এ বইখানা পাঠকবৃন্দের উপকারে আসবে বলে আমার একান্ত বিশ্বাস।

লেখক

www.waytojannah.com

সূচীপত্র

প্রথম পর্ব : যাকাতুল ফিতর	
প্রশ্ন (১) : যাকাতুল ফিতর কি ?	৯
প্রশ্ন ২: ফিতরের অন্যান্য নাম কি?	৯
প্রশ্ন (৩) : যাকাতুল ফিতরের ধর্মীয় অবস্থান বা হুকুম কি?	৯
প্রশ্ন (৪) : যাকাতুল ফিতর কখন ফরয হয়?	১০
প্রশ্ন (৫) : যাকাতুল ফিতর ফরয হওয়ার হিকমাত বা তাৎপর্য কি?	১০
প্রশ্ন (৬) : নাবী কারীম ﷺ কতদিন যাকাতুল ফিতর আদায় করেছেন?	১০
প্রশ্ন (৭) : যাকাত ও যাকাতুল ফিতরের মধ্যে পার্থক্য কি?	১০
প্রশ্ন (৮) : ফিতরা কাদের উপর ফরয?	১১
প্রশ্ন (৯) : বেরোযাদার ব্যক্তির উপর যাকাতুল ফিতর আদায় করা ফরয কি না?	১১
প্রশ্ন (১০) : রোযাদার ব্যক্তির উপর যাকাতুল ফিতর কোন সময় ফরয হয়?	১১
প্রশ্ন (১১) : যাকাতুল ফিতর কোন সময় আদায় করতে হবে?	১২
প্রশ্ন (১২) : ফিতরা কোন সময় বণ্টন করতে হবে?	১৩
প্রশ্ন (১৩) : ঈদের ক'দিন আগে যাকাতুল ফিতর দেয়া যায়?	১৪
প্রশ্ন (১৪) : ফিতরার দ্রব্য কি হতে হবে?	১৫
প্রশ্ন (১৫) : ধানের ফিতরা আদায় করা বা দেয়া যাবে কি না?	১৫
প্রশ্ন (১৬) : টাকা দিয়ে ফিতরা আদায় করা বৈধ কি না?	১৭
প্রশ্ন (১৭) : ফিতরার পরিমান কতটুকু?	২১
প্রশ্ন (১৮) : এক 'সা' এর ওজন কতটুকু?	২১
প্রশ্ন (১৯) : মাপার মত কোন যন্ত্র না থাকলে ফিতরা মেপে বের করার পদ্ধতি কি?	২১
প্রশ্ন (২০) : ফিতরার পরিমাণের ক্ষেত্রে চার মাযহাবের মতামত কি?	২২
প্রশ্ন (২১) : জমাকৃত যাকাতুল ফিতরের মাল বিক্রি করে তার.......	২৩
প্রশ্ন (২২) : ফিতরা পাওয়ার অধিকারী কারা?	২৩
প্রশ্ন (২৩) : কাদেরকে ফিতরা দেয়া যাবে না?	২৪
প্রশ্ন (২৪) : ফিতরার মাল এক জায়গায় জমা করা যায় কি না?	২৫
প্রশ্ন (২৫) : কারো উপর ফিতরা ফরয হওয়ার জন্য নির্দিষ্ট নিসাব আছে কি না?	২৫
প্রশ্ন (২৬) : পাগলের উপর ফিতরা আদায় করা ফরয কি না?	২৬
প্রশ্ন (২৭) : কোন সংগঠন, সংস্থা, সমবায় সমিতি বা দাতব্য সংস্থায়....	২৬
প্রশ্ন (২৮) : হকদার এর পক্ষ থেকে কেউ যাকাতুল ফিতর গ্রহণ করতে পারবে কি না?	২৬

www.waytojannah.com

Contents

দ্বিতীয় পর্ব : উশর	২৭
প্রশ্ন (১) : কত শ্রেণীর মাল থেকে উশর (যাকাত) বের করা ফরয?	২৭
প্রশ্ন (২) : উশর শব্দের আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কি?	২৭
প্রশ্ন (৩) : উশর ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য কি?	২৭
প্রশ্ন (৪) : উশরের হুকুম কি?	২৮
প্রশ্ন (৫) : উশর (যাকাত) শরীয়তে কখন প্রবর্তিত হয়?	২৮
প্রশ্ন (৬): কুরআন মাজিদে কত জায়গায় উশরের কথা উল্লেখ আছে?	২৮
প্রশ্ন (৭) : ফল-ফসলের উশর ওয়াজিব হওয়ার জন্য শর্ত কি?	২৮
প্রশ্ন (৮) : জমিতে কি পরিমাণ ফসল উৎপাদিত হলে উশর আদায় যোগ্য?	২৯
প্রশ্ন (৯) : নিসাব পূর্ণ হলে কি পরিমাণ ফসল উশর বের করতে হবে?	৩০
প্রশ্ন (১০) : উশর কি বাৎসরিক না প্রতি মৌসুমে?	৩০
প্রশ্ন (১১) : উশর ফরয হওয়ার জন্য কি জমির মালিক হওয়া শর্ত?	৩০
প্রশ্ন (১২) : খাজনা প্রদানকৃত জমির ফসলের কি উশর আদায় করতে হবে?	৩০
প্রশ্ন (১৩) : উশর হতে জমির খাজনা দেয়া যাবে কি না?	৩১
প্রশ্ন (১৪) : জমি বর্গা/আধি দিলে উশর কাকে আদায় করতে হবে?	৩১
প্রশ্ন (১৫) : কোন মুসলিম অমুসলিমের জমি আধি..........	৩১
প্রশ্ন (১৬) : জমির চাষাবাদ করতে যে খরচ হয় সেই খরচ.....	৩২
প্রশ্ন (১৭) : টাকায় জমি ফুরান দিলে উশর কাকে বের করতে হবে?	৩২
প্রশ্ন (১৮) : শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে (মাদরাসা, স্কুল, কলেজ, ও মসজিদ)...	৩২
প্রশ্ন (১৯) : উশরের ক্ষেত্রে ফসলের বদলে তার মূল্য প্রদান....	৩২
প্রশ্ন (২০) : ফল বা ফসল পরিপক্ক ও কাটার উপযোগী হওয়ার...	৩৩
প্রশ্ন (২১) : উশর ব্যয়ের খাত কি?	৩৩
উশর যোগ্য ফল-ফসলের তালিকা :	৩৩
উশর যোগ্য নয় এমন ফল-ফসলের তালিকা :	৩৪
যবনিকা :	৩৫
লেখকের প্রার্থনা	৩৭
সহায়ক গ্রন্থাবলী	৩৮

www.waytojannah.com

Contents

প্রথম পর্ব : যাকাতুল ফিতর

প্রশ্ন (১) : যাকাতুল ফিতর কী ?

উত্তর : এটি একটি যৌগিক শব্দ যা যাকাত ও ফিতর এর সমন্বয়ে গঠিত। সুতরাং যাকাতের আভিধানিক অর্থ- বৃদ্ধি পাওয়া, পবিত্রতা লাভ করা এবং প্রশংসা অর্থেও ব্যবহার হয়ে থাকে।[১]

আর ফিতরের অর্থ হল রোযা ভঙ্গকরণ[২], সৃষ্টি করা, বিদীর্ণ করা ইত্যাদি। যাকাতুল ফিতরের শরয়ী অর্থ হল : রোযা পালনকারীর বেহুদা কথা-বার্তা ও অশ্লীলতার কাফ্ফারা হিসেবে এবং মিসকীনদের আহারের ব্যবস্থার জন্য নির্দিষ্ট সময়ে শেষ রোযা পূর্ণ হওয়ার পর নির্দিষ্ট পরিমাণে যে মাল (খাদ্য দ্রব্য) দেয়া হয় তাকে যাকাতুল ফিতর বলা হয়।[৩]

প্রশ্ন (২) : ফিতরের অন্যান্য নাম কী?

উত্তর : বিভিন্ন হাদীসের বর্ণনা থেকে ফিতরার বিভিন্ন নাম পরিলক্ষিত হয় যা নিম্নে তুলে ধরা হল :

১। সাদাকাতুল ফিতর (ভঙ্গ করার দান)
২। যাকাতুল ফিতর (ভঙ্গ করার যাকাত)
৩। যাকাতু রমাযান (রমাযানের যাকাত)
৪। যাকাতুল আবদান (দেহের যাকাত)
৫। যাকাতুস সওম (রোযার যাকাত)
৬। সাদাকাতুর রুউস (মথাপিছু সাদাকাহ্)[৪]

প্রশ্ন (৩) : যাকাতুল ফিতরের ধর্মীয় অবস্থান বা হুকুম কী?

উত্তর : যাকাতুল ফিতরের অবস্থান বা হুকুম হল : সকল মুসলিম ক্রীতদাস, আযাদ পুরুষ ও নারী এবং ছোট-বড় সকলের উপর যাকাতুল ফিতর আদায় করা ফরয।[৫]

---

[১] মিরআত- ৩/১।
[২] আধুনিক আরবী বাংলা অভিধান পৃঃ ৬১৪।
[৩] আবু দাউদ হাঃ ১৬০৯, ইবনু মাজাহ হাঃ ১৮২৭, দারাকুতনী ২/১৪০, আল হাকেম ১/৪০৯।
[৪] মিরআত- ৩/৯১, আওনুল বারী ৪/৯৭।
[৫] বুখারী হা : ১৫০৩, মুসলিম হাঃ ৯৮৩, আবু দাউদ হাঃ ১৬১১, তিরমিযি হা ৬৭৬, ইবনু মাজাহ হাঃ ১৮২৬।

www.waytojannah.com

প্রশ্ন (৪) : যাকাতুল ফিতর কখন ফরয হয়?

উত্তর : দ্বিতীয় হিজরী সনে রমাযান মাসে ঈদুল ফিতরের দু'দিন আগে যাকাতুল ফিতর ফরয হয়।[৬]

প্রশ্ন (৫) : যাকাতুল ফিতর ফরয হওয়ার হিকমাত বা তাৎপর্য কী?

উত্তর : যাকাতুল ফিতর ফরয হওয়ার হিকমাত বা তাৎপর্য নিম্নরূপ :

ক. রোযা পালনকারীর বেহুদা কথা-বার্তা ও অশ্লীলতার কাফ্‌ফারাহ এবং মিসকীনদের আহারের ব্যবস্থা।[৭]

খ. আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে যে, বান্দা তাঁর ফরযকৃত রোযা পূর্ণ করতে পেরেছে।[৮]

গ. ফিতরার মধ্যে আধ্যাত্মিক, নৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কল্যাণ নিহিত আছে। আমরা রোযা রেখে অনেক সময় ইসলামী শরীয়ত বিরোধী ছোট-খাটো ভুল-ত্রুটি করে থাকি। যাকাতুল ফিতর এসব পাপের সংশোধন করে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি অর্জন করে, যার ফলে আমাদের অপূর্ণ রোযাকে পূর্ণ করে।

আর অন্যদিকে যাকাতুল ফিতর আদায়ের ফলে মিসকীনদের অর্থনৈতিক দুরাবস্থা মোচন হয়। ফলে তারা সমাজে অন্যান্যদের সাথে ঈদ অনুষ্ঠানে সানন্দে অংশ গ্রহণ করতে পারে।

প্রশ্ন (৬) : নাবী কারীম ﷺ কতদিন যাকাতুল ফিতর আদায় করেছেন?

উত্তর : তিনি ﷺ জীবদ্দশায় নয় বছর রোযা পেয়েছেন এবং নয় বছর যাকাতুল ফিতর আদায় করেছেন।[৯]

প্রশ্ন (৭) : যাকাত ও যাকাতুল ফিতরের মধ্যে পার্থক্য কী?

উত্তর : উভয়ের মধ্যে পার্থক্য হল :

যাকাত একটি স্বতন্ত্র বিধান আর যাকাতুল ফিতর হল রমাযানের রোযার সাথে সম্পৃক্ত, তাছাড়া যাকাতুল ফিতর ফরয হয় যাকাত ফরয হওয়ার পূর্বে। তাই এ দু'টি বিধানকে এক সাথে মিলিয়ে ফেলার কোন যুক্তিই থাকতে পারে না।[১০]

---

[৬] মিরআত- ৩/৯১, তুহফা পৃঃ ২/২৭।

[৭] আবু দাউদ হাঃ ১৬০৯, ইবনু মাজাহ হাঃ ১৮২৭।

[৮] আল মুলাখ্‌খাসুল ফিকহী- ১/৩৫০।

[৯] যাদুল মাআদ- ২/৩০।

[১০] ফাতহুল বারী হাঃ ২/২২১, নাসাঈ হাঃ ২৫০৬, ইবনু মাজাহ হাঃ ১৮২৮।

www.waytojannah.com

প্রশ্ন (৮) : ফিতরা কাদের উপর ফরয?

উত্তর : প্রত্যেক মুসলিম ক্রীতদাস, আযাদ পুরুষ-নারী এবং ছোট-বড় সকলের উপর ফিতরা আদায় করা ফরয।[১১]

প্রশ্ন (৯) : বেরোযাদার ব্যক্তির উপর যাকাতুল ফিতর আদায় করা ফরয কি না?

উত্তর : বেরোযাদার ব্যক্তির উপর ফিতরা আদায় করা ফরয।[১২]

ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীস : রাসূল (ছাঃ) মুসলিম নর-নারী স্বাধীন গোলাম, ও ছোট-বড় প্রত্যেকের উপর এক 'সা' ফিতরা ফরয করেছেন।[১৩]

উপরিউক্ত হাদীসের ভিত্তিতে "মুসলিম" শব্দটি আম। তাই কেউ রোযা রাখুক আর না রাখুক উভয় অবস্থাতেই তার উপর ফিতরা আদায় করা ফরয।

তেমনিভাবে, হাদীসে উল্লেখিত সাগীর তথা ছোট সন্তান তার উপর রোযা ফরয না হওয়া সত্ত্বেও তার পক্ষ হতে ফিতরা আদায় করা ফরয।

সুতরাং ফিতরা আদায় রোযা রাখার সাথে শর্ত নয় কেননা ফিতরা আদায়ের উদ্দেশ্যের মধ্যে একটি হল "মিসকীনদের খাদ্য"[১৪]

প্রশ্ন (১০) : রোযাদার ব্যক্তির উপর যাকাতুল ফিতর কোন সময় ফরয হয়?

উত্তর : রমাযানের শেষ তারিখের সূর্যাস্তের সময় যাকাতুল ফিতর ফরয হয়ে যায়।[১৫]

উল্লেখ্য যে, যদি কেউ শেষ রমাযানের সূর্যাস্তের কয়েক মিনিট পূর্বে বিয়ে করে কিংবা ক্রীতদাসের মালিক হয় অথবা কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করে কিংবা কেউ ইসলাম কবূল করে অথবা আর্থিক স্বচ্ছলতা লাভ করে তাহলে তাদের সকলের উপর যাকাতুল ফিতর ফরয।

আর যদি সূর্যাস্তের কয়েক মিনিট পর বিয়ে করে কিংবা ক্রীতদাসের মালিক হয় অথবা কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করে অথবা কেউ পাগল হয়ে যায় তাহলে তাদের কারো উপরে যাকাতুল ফিতর ফরয নয়।

আবার যদি কেউ সূর্যাস্তের অল্প কিছুক্ষণ পর মারা যায় তাহলে সেই মৃত ব্যক্তির উপর যাকাতুল ফিতর ফরয। আর যদি সূর্যাস্তের কয়েক মিনিট পূর্বে মারা যায় তাহলে তার উপর যাকাতুল ফিতর ফরয হবে না।[১৬]

---

[১১] বুখারী হাঃ ১৫০৩, মুসলিম হাঃ ৯৮৩, আবু দাউদ হাঃ ১৬১১, তিরমিযি হা ৬৭৬, ইবনু মাজাহ হাঃ ১৮২৬, নাসাঈ হাঃ ২৫০০।

[১২] মাজমূআ ফাতাওয়া, উসাইমীন প্র: নং ১৬৭, পৃঃ ১৪/২৫৮।

[১৩] বুখারী হাঃ ১৫১১, মুসলিম হাঃ ৯৮৩।

[১৪] আবু দাউদ হাঃ ১৬০৯, ইবনু মাজাহ হাঃ ১৮২৭।

[১৫] মিরআত- ৩/৯২, মাজমুআ ফাতাওয়া উসাইমীন প্রশ্ন নং ১৬৪, ১৬৫ পৃঃ ১৮/২৫৭।

www.waytojannah.com

Contents

প্রশ্ন (১১) : যাকাতুল ফিতর কোন সময় আদায় করতে হবে?

উত্তর : ঈদের সালাত পড়তে যাওয়ার আগেই তা আদায় করতে হবে। এটা আল্লাহর নাবী ﷺ'র নির্দেশ।[১৭]

আর যারা ঈদের সালাতের পর আদায় করবে তা সাধারণ দান হিসেবে পরিগণিত হবে।[১৮]

নোট ঃ আল্লামা ইবনু উসাইমীন ফিতরা আদায়ের দু'টি সময়ের কথা উল্লেখ করেছেন।

ক. ওয়াক্তুল জাওয়ায তথা বৈধ সময় অর্থাৎ ঈদের একদিন বা দু'দিন আগে আদায় করা।

খ. ওয়াক্তুল ফযীলত তথা উত্তম সময় অর্থাৎ ঈদের দিন সালাতের পূর্বে আদায় করা।[১৯]

আল্লামা ওবাইদুল্লাহ রাহ্মানী তিনটি মত উল্লেখ করে বলেছেন,

ক. ওয়াক্তুল ওজুব তথা ওয়াজেব সময় অর্থাৎ রমাযানের শেষ তারিখ সূর্যাস্তের সময়।

খ. ওয়াক্তুল কারাহাত তথা মাকরূহ সময় অর্থাৎ বিনা কারণে ঈদের সালাতের পর ফিতরা আদায় করা মাকরূহ।

গ. ওয়াক্তুল হুরমাত তথা হারাম সময় অর্থাৎ ঈদের পরের দিন বিনা কারণে বের করা হারাম।[২০]

উক্ত মতসমূহের সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা :

১। মালেকী, শাফেয়ী ও হাম্বলীদের নিকট ঈদের পরের দিন বিনা কারণে ফিতরা আদায় করা হারাম।

২। ইমাম শাওকানী, ইবনুল কাইয়েম এবং ইবনে হাযম বলেন, ঈদের সালাতের আগে ফিতরা বের করা ওয়াজিব পরে বের করা হারাম। কারণ সালাতের আগে ফিতরা বের করার সময়টা শুধু উত্তম সময় নয় বরং আদায় করা ওয়াজেব সময়। সালাতের পর আদায় করা শুধু মাকরূহ নয় বরং হারাম।

আল্লামা ওবাইদুল্লাহ মুবারকপুরীও দ্বিতীয় মতটিকে সঠিক বলেছেন।[২১]

---

[১৬] মাজালিসু শাহরে রমাযান- পৃঃ ১৩৮, ফিকহী প্রশ্নোত্তর প্রশ্ন নং-৯২ পৃঃ ২/৭৭, আল মুগনী- পৃঃ ৩/৬৭, মিরআত- পৃঃ ৩/৯২।

[১৭] বুখারী- হাঃ ১৫০৯, মুসলিম- হাঃ ৯৮৬, মিশকাত- হাঃ ১৮৩২, ফাতাওয়া লাজনাতুত দায়েমাহ ৯/৩৭৩।

[১৮] আবু দাউদ- হাঃ ১৬০৯, ইবনু মাজাহ- হাঃ ১৮২৭।

[১৯] মাজমুআ ফাতাওয়া উসাইমীন প্রশ্ন নং ১৭৯ পৃঃ ১৪/২৬৬।

[২০] মিরআত-৩/১০২-১০৩।

www.waytojannah.com

৩। ইবনে কোদামাহ বলেন, ঈদের দিনের পর দেরি করলে গুনাহগার হবে এবং তার উপর ফিতরা কাযা হবে।[২২]

৪। ইবনে রাসলান বলেন, ঈদের দিনের পর ফিতরা আদায় করা সকলেরই মতে হারাম। কারণ এটা হল যাকাত। সুতরাং এটা নির্দিষ্ট সময়ে না দিলে পাপ হবে, যেমন সময় মত সালাত না পড়লে গুনাহ হয়।[২৩]

প্রশ্ন (১২) : ফিতরা কোন সময় বণ্টন করতে হবে?

উত্তর : আবূ দাউদ হাঃ ১৬০৯ ও ইবনে মাজাহ হাঃ ১৮২৭ নং হাদীসের ভিত্তিতে "আদ্দা" শব্দের অর্থে ওলামায়ে কেরাম দু'টি মত পোষণ করেছেন :

প্রথম মত : "আদ্দা" শব্দের অর্থ ঈদের সালাতে যাওয়ার পূর্বেই জমাকারীর নিকট ফিতরা জমা করা মাত্র, বণ্টন করা নয় (আর এটাই আমাদের দেশের প্রচলিত নিয়ম)।

দ্বিতীয় মত : "আদ্দা" শব্দের অর্থ ঈদের সালাতে যাওয়ার পূর্বেই জমা করে তা হকদারদের নিকট বণ্টন করে পৌছে দেয়া।[২৪]

হাদীসের মর্মানুযায়ী ফিতরার মাল দ্বিতীয় মতের ভিত্তিতে ঈদের সালাতে যাওয়ার পূর্বেই হকদারের নিকট বণ্টন করে পৌছে দেয়াই উত্তম বলে মনে করি।

যাতে রোযার ত্রুটি সংশোধন হয় এবং মিসকীনরা ফিতরার মাল পেয়ে ভাল খাবারের ব্যবস্থা করতে পারে এবং সবার সাথে বাৎসরিক ধর্মীয় আনন্দ অনুষ্ঠানে সানন্দে অংশ গ্রহণ করতে পারে।

এজন্যই আল্লামা ইবনু উসাইমীন ঈদুল ফিতরের সালাতকে দেরি করে পড়া উত্তম বলেছেন যাতে করে ফিতরা বণ্টন করা যায়।[২৫]

আল্লামা বিন বা'য বলেন :

السنة توزيع زكاة الفطر بين فقراء البلد صباح اليوم العيد قبل الصلاة ويجوز توزيعها قبل ذلك ليوم او يومين ابتداء من اليوم الثامن والعشرين

অর্থাৎ : সুন্নাত হল যাকাতুল ফিতর ঈদের দিন সকালে ঈদের সালাতে যাওয়ার পূর্বেই ফকিরদের মাঝে বণ্টন করে দেয়া তা ছাড়া ঈদের সালাতের এক অথবা দু'দিন আগে (২৮শে রমাযান) হতে দেয়া যায়।[২৬]

---

[২১] মিরআত-৩/১০২-১০৩।

[২২] মুগনী-৩/৬৭।

[২৩] নাইল- ৪/১৮৪।

[২৪] ফাতাওয়া লাজনাতুত দায়েমাহ-৯/৩৬৯।

[২৫] মাজালিসু শাহরে রমাযান-১৩৯।

www.waytojannah.com

বিন বায অন্য জায়গায় সালাতুল ঈদের আগেই দেয়া ওয়াজিব বলেছেন।[২৭] তেমনিভাবে আল্লামা ইবনু উসাইমীন বলেন :

إذا أخر دفع زكاة الفطر عن صلاة العيد فانها لا تقبل منه، لأنها عبادة مؤقتة بر من معين فإذا أخرها عنه بغير عذر لم تقبل منه لحديث ابن عمر

অর্থাৎ : ইবনে উমার ও ইবনে আব্বাসের হাদীসের ভিত্তিতে ঈদের সালাতের পর বিনা কারণে কেউ যাকাতুল ফিতর দিলে যাকাতুল ফিতর হিসেবে গৃহিত না হয়ে সাধারণ দানে তা পরিগণিত হবে। (বুখারী- হাঃ ১৫১১ ও মুসলিম- হাঃ ৬৮৩)

কারণ যাকাতুল ফিতর এমন একটি ইবাদাত যা নির্দিষ্ট সময়ের সাথে সংশ্লিষ্ট আর তাহলো ফরয হওয়ার পর হতে সালাতে বের হওয়ার আগ পর্যন্ত সময়ের মধ্যেই হকদারদের নিকট পৌছে দেয়া।[২৮]

সুতরাং দেশের প্রচলিত প্রথা "ঈদের পরে দুই বা তিন দিন ধরে বণ্টনকে পরিবর্তন করে, সুন্নাতী পদ্ধতি ঈদের সালাতে যাওয়ার আগেই বণ্টন করার জন্য সবার প্রতি আমার উদাত্ত আহবান রইল।

তবে কয়েকটি কারণে ঈদের সালাতের পরে বণ্টন করা যাবে। কারণগুলো নিম্নরূপ :

(ক) সালাতের আগে বণ্টন করতে ভুলে গেলে।

(খ) সালাতের পূর্ব পর্যন্ত কোন হকদার না পেলে।

(গ) এমন কোন মানুষ যে ঈদের দিন সম্পর্কে অজ্ঞ যেমন কোন মরুভূমি বা জন-মানবহীন এলাকায় অবস্থান করে।

উল্লেখিত কারণ ব্যতীত ঈদের সালাতের পর ফিতরা বণ্টন বৈধ নয়।[২৯]

প্রশ্ন (১৩) : ঈদের ক'দিন আগে যাকাতুল ফিতর দেয়া যায়?

উত্তর : ঈদের দু' একদিন আগে তা দেয়া যায়।[৩০]

যেমন : যাদের কাছে ফিতরার মাল জমা করা হত তাদের কাছে ইবনু ওমর এক দিন বা দু'দিন আগে তার ফিতরা জমা দিতেন। অন্য বর্ণনায় তিনি তিন দিন আগে জমা দিতেন কথার উল্লেখ আছে।[৩১]

---

[২৬] মাজমুআ ফাতাওয়া বিন বায ১৪/২১৪।

[২৭] মাজমুআ ফাতাওয়া- উসাইমীন ১৪/২১৬, ১৮।

[২৮] মাজমুআ ফাতাওয়া ১৮/২৭০ প্রশ্ন নং- ১৮৬,১৭৯।

[২৯] মাজমুআ ফাতাওয়া উসাইমীন- খন্ড ১৮ প্রশ্ন নং-১৭৯,১৮৬,১৮৮।

[৩০] বুখারী- হাঃ ১৫১১, আবু দাউদ হাঃ ১৫৯৫, ফাতাওয়া লাজনাহ ৯/৩৮৯।

Contents

প্রশ্ন (১৪) : ফিতরার দ্রব্য কী হতে হবে?

উত্তর : দেশের প্রধান খাদ্য দ্রব্য দ্বারা ফিতরা আদায় করতে হবে।

দলীল : আবু সাঈদ খুদরী বলেন, নাবী ﷺ'র যামানায় ঈদুল ফিতরের দিন আমরা এক 'সা' খাদ্য ফিতরা দিতাম। তখন আমাদের খাদ্য ছিল যব, কিসমিস, পনির ও খেজুর।[৩২]

প্রশ্ন (১৫) : ধানের ফিতরা আদায় করা বা দেয়া যাবে কি না?

উত্তর : আমাদের বাংলাদেশে প্রচলিত ধানের ফিতরা শরীয়ত সম্মত নয়। কারণ আমরা আমাদের দেশে প্রধানতঃ খাদ্য হিসেবে চাউলই ব্যবহার করে থাকি। সে হিসেবে চাউলেরই ফিতরা দিতে হবে। কারণ ধান আমাদের প্রধান খাদ্য নয় এবং সরাসরি আহার্য্য বস্তুও নয়। আর হাদীসে খাদ্যবস্তু (তা'আম) দ্বারা ফিতরা দেয়ার কথা উল্লেখ আছে। আবার আমরা চাউলের মতই গমও খাদ্য হিসেবে ভক্ষণ করি. সে হিসেবে কেউ ইচ্ছে করলে গমের ফিতরা নিঃসন্দেহে আদায় করতে পারেন।

যারা ধানকে এদেশের প্রধান খাদ্য শস্য হিসেবে দাবী করে ধানের ফিতরা দিয়ে থাকেন, তাদের দাবী সম্পূর্ণ শরীয়ত বিরোধী ও অযৌক্তিক যা গ্রহণীয় নয়। কেন নয় তার শরয়ী ও বুদ্ধিভিত্তিক বক্তব্য ও আলেমদের মতামত নিম্নরূপ :

১। শরয়ী বক্তব্য : আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে তা'আম তথা খাদ্য বস্তু দ্বারা ফিতরা আদায়ের কথা উল্লেখ আছে।[৩৩]

২। বুদ্ধিভিত্তিক বক্তব্য : (ক) বাংলাদেশে যখন কোন এলাকা প্রাকৃতিক দুর্যোগের মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তখন দেশের সরকার তাদের সাহায্যের জন্য চাউল গম, আটা, তেল, ডাল ইত্যাদি খাদ্য সামগ্রী নিয়ে উপস্থিত হয়। কখনো ধান দিয়ে সাহায্য করে না (যাকে রিলিফ বলা হয়)।

(খ) এ দেশের সরকার অনেক সময় কৃষকের নিকট হতে ধান ক্রয় করে তা গুদামজাত করে পরে আবার সে ধান চাউল করে দেশের জনগণের সাহায্যার্থে ও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নকল্পে বিতরণ করে থাকেন।

(গ) বহিরাগত কোন দেশ থেকে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য সাহায্য আসলে চাউল, গম ছাড়া কোন দিন ধান আসতে দেখিনি অথবা এ দেশের সরকারও কোন দিন চাউল গম ছাড়া খাদ্য হিসেবে ধান ক্রয় করে আনেনি।

---

[৩১] মুয়াত্তা মালেক হাঃ ৩৪৪।

[৩২] বুখারী হাঃ ১৫০৬, মুসলিম হাঃ ৯৮৫।

[৩৩] বুখারী হাঃ ১৫১০।

www.waytojannah.com

(ঘ) এ দেশের রাস্তা ঘাট মেরামতের জন্য সরকার কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীতে চাউল গম ছাড়া কখনো মুজুরী হিসেবে ধান প্রদান করে না।

(ঙ) দুস্থ ভাতা প্রদানের জন্য সরকার আটা, গম, চাউল ছাড়া কোন দিন ধান প্রদান করে না।

(চ) এ দেশে ধানকে বৈধ মনে করে ফিতরা আদায় করা সত্ত্বেও তা জমা করার পর বিক্রি করে টাকা/পয়সা বিতরণ করে থাকে। তবুও ধান বিতরণ করা সহজ ও উপযোগী হয় না। তাহলে ধান কিভাবে ফিতরার দ্রব্য বলে বিবেচিত হবে?

(ছ) এমনকি বাড়ীর গৃহপালিত পশুকেও আমরা ধান না দিয়ে চাউল বা চাউলের খুদ এবং গম বা গমের ভূষি খাদ্য হিসেবে দিয়ে থাকি।

সুতরাং উল্লেখিত শরীয় ও বুদ্ধিভিত্তিক বক্তব্য দ্বারা বুঝা গেল যে, ফিতরার দ্রব্য ধান হিসেবে সম্পূর্ণ অযোগ্য।

(৩) ধানের ফিতরা গ্রহণযোগ্য না হওয়ার ব্যাপারে আলিমগণের মতামত নিম্নরূপ :

(ক) ধানের ফিতরা দেয়া যাবে কি না প্রসংগে আল্লামা আব্দুল্লাহিল কাফী আল-কুরাইশী তাঁর "ফাতাওয়া ও মাসায়েল" গ্রন্থে ৩৩ জন আলেমমণ্ডলীর ফাতাওয়া উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে মাত্র ৮ জন বলেছেন, ধানের ফিতরা দেয়া যেতে পারে এই শর্তে যে, এতটুকু পরিমাণ ধান দিতে হবে যেন ধানের খোষা ছাড়িয়ে এক 'সা' সমান আড়াই কেজি চাউল বের হয় বা টিকে।

বাকি ২৫ জন আলেমমণ্ডলী বলেন, চাউল ছাড়া ধানের ফিতরা কখনো দেয়া যাবে না।[৩৪]

মুহাম্মদ ইউসুফ আলী মিয়া, নরসংদিপুর, বাগমারা, রাজশাহী- ১৩৭০ হিজরী সনে তর্জমানুল হাদীস ২য় সংখ্যায়- ধানের ফিতরা প্রসঙ্গে নিম্নরূপ ফাতাওয়া উপস্থাপন করেছেন,

তুষ, খোসা বা আঁটি সংযুক্ত বস্তুর ফিতরা

এক 'সা' যব, গম ও খুর্মা হইতে তুষ, খোসা বা আঁটি ছাড়াইয়া লইলে ওযন কম বেশী যাহাই ঘটুক, সাদাকাতুল ফিতর আদায় করার ব্যাপারে তাহা দ্রষ্টব্য নয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ খুর্মা, যব, গম, পনির ও কিশমিশের এক 'সা' এবং সাধারণ আহার্যের এক 'সা' রামাযানের ফিতরা ফরয করিয়াছেন, পনীর ও কিশমিশের কিছুই বর্জনীয় না হইলেও ঐ গুলোরও এক 'সা' ফিতরাই নির্ধারণ

---

[৩৪] ফাতাওয়া ও মাসায়েল- পৃঃ ১৭৫-১৮৮।

www.waytojannah.com

করা হইয়াছে, খোসাযুক্ত ও খোশাবিহীনের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয়নি। মনসূস আজনাস অর্থাৎ যে সকল আহার্য সামগ্রীর কথা হাদীসে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে সেগুলির মধ্যে কিয়াসের অবসর নাই। যবের উপর কিয়াস খাটাইয়া ধানের ফিতরা জায়েয হইবে না, কারণ ধান আদৌ আহার্য সামগ্রী তা'আম নয়। আহার্যবস্তুর (তা'আম) উপর কিয়াস করিয়া যব বা খুর্মার ফিতরা দেয়া হয় না মনসূস বলিয়াই দেয়া হইয়া থাকে। তা'আম বা আহার্যসামগ্রী রূপে ফিতরা দিতে হইলে এক 'সা' চাউল দিতে হইবে।[৩৫]

তাছাড়া ও নিম্নোক্ত বিদ্যানগণ চাউলের ফিতরার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন।

১। ইবনুল কাইয়েম[৩৬]

২। আল্লামা বিন বা'য[৩৭]

৩। আল্লামা উসাইমীন[৩৮]

৪। আল্লামা সালেহ বিন ফাওযান[৩৯]

৫। আল্লামা ওবায়দুল্লাহ মোবারকপুরী[৪০]

সারকথা, নাবী কারীম ﷺ খেজুর, যব, গম, পনির ও কিশমিশ এবং তা'আম (আহার্যবস্তু) দ্বারা এক 'সা' পরিমাণ রমাযানের ফিতরা ফরয করেছেন অতএব রোযাকে পরিশুদ্ধ করতে আমাদের এ দেশের প্রধান খাদ্যবস্তু চাউল ছাড়া ধান দিয়ে ফিতরা দিলে হাদীসের পরিপন্থী হবে বলে আমি মনে করি। আল্লাহ যেন আমাদের সকলকে সঠিক পন্থায় ফিতরা আদায় করার তৌফিক দেন।

প্রশ্ন (১৬) : টাকা দিয়ে ফিতরা আদায় করা বৈধ কি না?

উত্তর : টাকা দিয়ে ফিতরা আদায় করা বৈধ নয়, কারণ টাকা কোন সময় খাদ্য দ্রব্য হতে পারে না। আর খাদ্য দ্রব্য দ্বারা ফিতরা আদায়ের কথা হাদীসের নির্দেশ।[৪১]

---

[৩৫] ফাতাওয়া ও মাসায়েল পৃঃ ১৭৪।

[৩৬] এ'লামুল মুয়াক্কেয়ীন- ২/১৮।

[৩৭] মাজমু'আ ফাতাওয়া উসাইমীন-১৪/২০৭।

[৩৮] মাজমু'আ ফাতাওয়া উসাইমীন-১৮/২৮৭, মাজালিসু শাহরে রমাযান-১৩৮।

[৩৯] আল মুলাখখাসুল ফিকহী-১/৩৫৩।

[৪০] সিয়াম ও রমাযান পৃঃ ১০১।

[৪১] মাজমুআ ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়া- ২৫/৬৮-৬৯, মাজমুআ ফাতাওয়া উসাইমীন- ১৮/২৭৮, প্রশ্ন নং ১৯১, ১৯২-৯৫, ১৯৯ মাজমুআ ফাতাওয়া বিন বায, ১৪/২১২, আল মলাখ

www.waytojannah.com

Contents

একমাত্র ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) ছাড়া তিন ইমামের মতেও টাকা দিয়ে ফিতরা আয়াদ অবৈধ।[৪২]

তাছাড়া ইমাম আহমাদকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে যে, দিরহাম (মুদ্রা) দ্বারা যাকাতুল ফিতর আদায় করা যাবে কি না? উত্তরে তিনি বললেন, না। আবার লোকেরা বললেন যে, উমর বিন আবদুল আজিজ তো ফিতরায় টাকা গ্রহণ করতেন। তিনি তখন অসন্তুষ্টি হয়ে বললেন যে, আল্লাহর নাবীর কথা বাদ দিয়ে অন্যের কথা বল যে, অমুক ব্যক্তি এ করেছে। বলেই তিনি ওমর বর্ণিত বুখারীর ১৫১১ নং হাদীস বর্ণনা করলেন যে, হাদীসে এক সা ফিতরা খাদ্য দ্রব্যই দেয়ার কথা উল্লেখ আছে।[৪৩]

يجب علينا أن نعلم قاعدة مهمة، وهي أن ما ذكره الله عز وجل بلفظ الإطعام أو الطعام وجب أن يكون طعاما، وقد قال تعالى في الصوم : ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ وقال في كفارة اليمين : ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ وفي الفطرة فرض النبي ﷺ زكاة الفطر صاعا من طعام،[٤٤] فما ذكر في النصوص بلفظ الطعام أو الإطعام فإنه لا يجزئ عنه الدراهم، وعلى هذا فالكبير الذي كان فرضه الإطعام بدلا عن الصوم لا يجزئ أن يخرج بدلا عنه دراهم، لو أخرج بقدر قيمة الطعام عشر مرات لم يجزئه، لأنه عدول عما جاء به النص، كذلك الفطرة لو أخرج قدر قيمتها عشر مرات لم يجزئ عن صاع من الحنطة، لأن القيمة غير منصوص عليها. وقد قال النبي ﷺ : من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد[٤٥]

খাসুল ফিকহী- ১/৩৫৩, মাজালিসু শাহারে রমাযান- ১৩৮, ফিকহী প্রশ্নোত্তর- ২/৮০, ফাতাওয়া লাজনাতুত দায়েমাহ- ৯/৩৭৯।

[৪২] মিরআত ৩/১০০, সিয়াম ও রমাযান- ১০২।

[৪৩] আল মুলাখখাসুল ফিকহী ১/৩৫৩।

[৪৪] أخرجه البخاري، كتاب الزكاة، باب فرض صدقة الفطر (١٥٠٣)، ومسلم كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير (٩٨٤).

[৪৫] محمد بن صالح العثيمين- مجموع فتاوى جــ١٩ صــ١١٦-١١٧ رقم السوال-٧٥

www.waytojannah.com

সারকথা : আল্লামা ইবনু উসাইমীন বলেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা কুরআনে যেখানে যেখানে তা'আম বা এতআম শব্দ ব্যবহার করেছেন সেখানে তা'আম তথা খাদ্যই প্রদান করা ওয়াজিব যেমন : (ক) অতি বৃদ্ধ বা বৃদ্ধা মানুষ রোযা রাখতে সমর্থ না হলে তার রোযার বিনিময়ে ফিদয়্যাহ হিসেবে মিসকীনদের তা'আম (খাদ্যই) দেয়ার কথা বলা হয়েছে।[৪৬]

(খ) কসম ভংগকারীর কাফ্ফারাহ হিসেবে মিসকীনদেরকেও এত'আম (খাদ্যই) দেয়ার কথা উল্লেখ হয়েছে।[৪৭]

(গ) অনুরূপভাবে যাকাতুল ফিতরের ক্ষেত্রে ও তা'আম (খাদ্য) শব্দ দিয়েই ফিতরা আদায়ের কথা বলা হয়েছে।[৪৮]

অতএব উল্লেখিত জায়গায় কেউ যদি খাদ্যের বিনিময়ে ১০ গুণ টাকাও প্রদান করে তাহলেও সেটা বৈধ হবে না।

কারণ ফিতরায় খাদ্যের কথা বলা হয়েছে তাই খাদ্যবস্তু দিয়ে ফিতরা আদায় করতে হবে।[৪৯]

হানাফীগণ ফিতরায় খাদ্যদ্রব্যের বদলে মূল্য প্রদানের দলীল একটি কিয়াসের মাধ্যমে উল্লেখ করেছেন তাহল : "উটের যাকাতে জিয্য়া ও মুসান্নাহর ক্ষেত্রে দু'টি ছাগল গ্রহণ করা। যদি তা নির্দিষ্ট প্রাপ্য হতে কম হয়- তাহলে এর সাথে দু'টি ছাগল প্রদান করবে। আর ছাগল না পেলে বিশটি দিরহাম তার সাথে প্রদান করবে।"

কিন্তু এখানে উটের বাচ্চার পরিবর্তে শুধু ছাগল বা শুধু দিরহাম প্রদান করতে হাদীসে বলা হয়নি। আল্লামা শানকেতী বলেছেন যে, যাকাত হচ্ছে ব্যাপক, যাতে মাল ও মুদ্রা উভয়টিই প্রযোজ্য হয়ে থাকে। আর ফিত্বরা হচ্ছে নির্দিষ্ট একটি বস্তু, আর তা হলো শুধুমাত্র ঈদের দিন দরিদ্র অসহায়দের ভক্ষণের ব্যবস্থা। সেহেতু এটাকে যাকাতের সাথে কিয়াস বা তুলনা করা ঠিক নয়।[৫০]

যারা "টাকার ফিতরা" আদায় করাকে উমার বিন আবদুল আযীযী, আবূ ইসহাক, আতা, হাসান বসরী প্রমুখ তাবিঈনদের আমল মনে করে বৈধ বলে স্বীকৃতী দিয়ে থাকেন তাদের প্রতিউত্তর নিম্নরূপ :

---

[৪৬] সূরা বাকারা : ১৮৪।
[৪৭] সূরা মায়েদা : ৮৯।
[৪৮] বুখারী হাঃ ১৫১০।
[৪৯] মাজমুয়া ফাতাওয়া উসাইমীন ১৯/১১৬- ১৭ প্রশ্ন : নং ৭৫)
[৫০] তাফসীরে আযওয়ায়ুল বয়ান ৮ম খণ্ড ৪৯০-৪৯২, বরাতে : বিশুদ্ধ সিয়াম নির্দেশিকা ও আনুষঙ্গিক কথা।

Contents

তাবিঈনদের আমল দলীল হওয়ার মূলনীতি হলো : সরাসরি রাসূল ﷺ ও সাহাবায়ে কিরাম থেকে সুস্পষ্ট কোন আমল না পাওয়ার প্রেক্ষিতেই কেবলমাত্র তাবিঈনদের আমল দলীল হতে পারে, অন্যথায় নয়। তাই ফিতরার বস্তুর ক্ষেত্রে রাসূল ও সাহাবায়ে কিরাম কর্তৃক দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট ও বিশুদ্ধ একাধিক হাদীস বিদ্যমান। সতরাং এখানে তাবিঈনদের আমল কিভাবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে?

তাছাড়া আল্লামা শানকেতী বলেন, মূল্য দ্বারা ফিতরা আদায় করলে ইসলামী দু'টি মূলনীতির বিরোধী হয়ে যায়। যথা :

"এক : রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন বিভিন্ন প্রকার খাদ্যবস্তু দ্বারা ফিতরা প্রদানের কথা বলেছেন তখন উহার মূল্যের কথা বলেননি। যদি বৈধ হত তাহলে অবশ্যই বলতেন, যেরূপ উটের যাকাতের ক্ষেত্রে তার বিকল্প হিসাবে মূল্যের কথা বলেছেন।

দুই : সাধারণ নিয়ম হল কোন আসল বস্তু উপস্থিত থাকলে শাখা বস্তুর দিকে উহা স্থানান্তর হয় না। হ্যা যদি আসল না থাকে তখন শাখা তার স্থান দখল করে। মূল বস্তুর উপস্থিতিতে শাখা আসলের স্থান দখল করার শামিল, আর তা অবৈধ। তদ্রূপ ফিতরার ক্ষেত্রে শাখা হচ্ছে মূল্য (টাকা-পয়সা) আর আসল বস্তু হচ্ছে খাদ্য, ঐ আসল পরিত্যাগ করে শাখা প্রাধান্য দেয়া যেরূপ অবৈধ, খাদ্য আদায় না করে মূল্য আদায় করাও তদ্রুপ অবৈধ।

অনেক মনীষীগণ বলেন যে, হানাফীগণ হজ্জের সময় মিনাতে জানোয়ার কুরবানী করা কষ্ট ভেবে উহার মূল্য দান করা বৈধ মনে করেন না, কারণ কুরবানী একটা ইবাদাত। তাহলে এক্ষেত্রে কেন মূল্য বৈধ করে থাকেন? অথচ এটাও একটি ইবাদাত![৫১]

মোটকথা,

ফিতরা আদায়ের ক্ষেত্রে খাদ্যবস্তুর পরিবর্তে তার মূল্য প্রদান করা সরাসরি রাসূল ﷺ'র উক্তি ও কর্মের বিরোধিতা করা। আর তিনি ﷺ বলেছেন, যে ব্যাক্তি এমন কাজ করল যার প্রতি আমার উক্তি নাই তা অগ্রহ্য।[৫২]

তেমনিভাবে সাহাবাদের আমলেরও পরিপন্থী এ ক্ষেত্রে রাসূল ﷺ বলেন : তোমরা আমার পরে আমার সুন্নাত সুদৃঢ়ভাবে ধারণ করবে অতঃপর সঠিক পথপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত আঁকড়ে ধরবে।[৫৩]

---

[৫১] বিশুদ্ধ সিয়াম নির্দেশিকা ও আনুষঙ্গিক কথা- ১৯৫–১৯৬ পৃঃ।

[৫২] মুসলিম হাঃ ১৭১৮।

[৫৩] আবূ দাঊদ হাদীস নং- ৪৬০৭, তিরমিযী হাদীস নং- ২৬৭৬।

www.waytojannah.com

তাই যাকাতুল ফিতর একটি ফরয ইবাদাত, নির্দিষ্ট বস্তুতে ও নির্দিষ্ট সময়ে। যেরূপ নির্ধারিত সময়ের বাইরে (স্ব-ইচ্ছায়) আদায় করলে আদায় হবে না, তদরূপ হাদীসে উল্লেখিত বস্তুর বাইরে অন্য কিছু দ্বারা আদায় করলে তা আদায় হবে না।[৫৪]

প্রশ্ন (১৭) : ফিতরার পরিমাণ কতটুকু?

উত্তর : বিভিন্ন সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, ফিতরার পরিমাণ এক 'সা'।

দলীল : আবু সাঈদ খুদরী বলেন, আমরা নবী ﷺ'র যুগে ঈদুল ফিতরের দিনে এক 'সা' ফিতরা বের করতাম।[৫৫]

প্রশ্ন (১৮) : এক 'সা' এর ওজন কতটুকু?

উত্তর : 'সা' দু' প্রকার যেমন : সায়ে হেজাজী- তথা মক্কা মদীনার 'সা' অপরটি ইরাকী। হেজাজী 'সা' ইরাকী 'সা'-এর চেয়ে ওজনে কম। আর হেজাজী 'সা'-ই-নাবী ﷺ এর 'সা' যার পরিমাণ ৫ $\frac{১}{৩}$ রতল।[৫৬]

মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল উসাইমীন (রহ:) নাবী ﷺ'র যুগের একটি সা তার শহর উনাইযা হতে পেয়েছেন। সেইটিই 'সা' সম্পর্কিত (রাঃ) মতভেদের নিরসন বা সমাধান। যায়েদ বিন সাবিত (রাঃ)'র ব্যবহৃত তামার 'সা' টিতে সর্বোত্তম গম ঢেলে ভর্তি করার পর সেই গমকে দাঁড়িপাল্লায় মেপে ওজন পাওয়া গেছে ২ কেজি ৪০ গ্রাম। কাজেই বর্তমানে প্রচলিত বিভিন্ন মাপের দিকে ভ্রুক্ষেপের দরকার নেই।[৫৭]

প্রশ্ন (১৯) : মাপার মত কোন যন্ত্র না থাকলে ফিতরা মেপে বের করার পদ্ধতি কী?

উত্তর : মাপার মত কোন যন্ত্র (দাঁড়িপাল্লা) না থাকলে পরিণত ও প্রমাণ গঠনের মানুষের দু'হস্তের মিলিত চার অঞ্জলীকে 'সা' বলা হয়। সকল দলের বিদ্যানগণ এ বিষয়ে একমত যে, রাসূল ﷺ এর 'সা' এর পরিমাণ "চার মুদ" আর এ বিষয়েও মতভেদ নাই যে, প্রমান গঠনের মানুষের মিলিত হস্তদ্বয়ের তেলোকে (অঞ্জলী) আরবী ভাষায় মুদ বলা হয়। সুতরাং যে কেউ মতভেদ

---

[৫৪] মাজালিস পৃঃ ৩২৭।

[৫৫] বুখারী পৃঃ ২০৪, মুসলিম ১/৩১৮, মিশকাত পৃঃ ১৬০, নাসাঈ ১/২৭০, আবু দাউদ- হাঃ ২২৮, তিরমিযী ১/১৩২।

[৫৬] তিরমিযী ১/৮০।

[৫৭] আশশাবহুল মুমতি ষষ্ঠ খণ্ড ৭৪,৭৫ ও ১৭৬–১৭৭, মাজালিসু শাহরি রমাযান পৃঃ ১৩৮।

www.waytojannah.com

এড়াইতে চাহেন তাহার পক্ষে বর্ণিত পদ্ধতিতে চার অঞ্জলী ভর্তি আর কিছু বেশী চাউল এক 'সা' এর পরিবর্তে সাদাকাত বাহির করিতে হইবে।[৫৮]

অর্থাৎ ফিতরায় চার অঞ্জলী (খাবল) কিছু বেশী চাউল বা গম প্রদান করলে তা ইনশা-আল্লাহ এক 'সা' হবে। যা রাসূল ﷺ তাঁর নয় বছরের জীবদ্দশায় আদায় করেছেন।

প্রশ্ন (২০) : ফিতরার পরিমাণের ক্ষেত্রে চার মাযহাবের মতামত কী?

উত্তর : বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত আবু সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র হাদীসের ভিত্তিতে ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী, ও ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল এবং জুমহুর ওলামায়ে কেরাম বলেন, প্রত্যেক ব্যক্তির তরফ থেকে এক 'সা' ফিতরা আদায় করা ফরয এবং তার কম হবে না।[৫৯]

মুয়াবিয়ার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ব্যাক্তিগত গবেষণা প্রসূত অভিমতের ভিত্তিতে একমাত্র ইমাম আবূ হানীফার অভিমত হল আধা 'সা'।

উল্লেখ্য যে, মুয়াবিয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহু) যখন খলীফা হলেন এবং তিনি সিরিয়া থেকে লাল রং এর মোটা মোটা দানা বিশিষ্ট গম মদীনায় আমদানী করলেন এবং মুয়াবিয়া জুম'আর খুৎবা প্রদানকালে বলে ফেললেন যে, আমি মনে করছি যে, সিরিয়ার গম এক মুদ আর মদীনার গম দুই মুদ সমান, অতএব সিরিয়ার গম আধা 'সা' ফিতরা প্রদান করলে চলবে। একথা বলার সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য জনতার মধ্য হতে হাজার হাজার প্রবীন সাহাবী প্রিয় নাবী ﷺ'র আইনের বিপরীত আইন পরিচালনার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়ে সামনা-সামনি প্রতিবাদ করেন। বিশেষভাবে আবু সাঈদ খুদরী মুয়াবিয়াকে (রাযিয়াল্লাহু আনহু) জুম'আর মসজিদে অসংখ্য জনতার ভিড়ে ঘেরাও করে উত্তর চাইলেন যে, আপনি আধা 'সা' ফিতরার কথা কেন বললেন? তখন মুয়াবিয়া নিরুপায় হয়ে বলেছিলেন যে, এটা আমার নিজস্ব রায় নিজস্ব মতামত। [৬০]

সুতরাং রাসূল ﷺ প্রবর্তিত এক 'সা' এর পরিবর্তে একজন সাহাবীর ব্যক্তিগত মস্তিস্ক প্রসূত অভিমতকে (আধা সা) কোন বিবেকবান নাবী প্রেমিক মুসলিমের জন্য গ্রহণ করা আমি বৈধ মনে করি না।

---

[৫৮] ফাতাওয়া ও মাসায়েল পৃঃ ১৭২-১৭৩, ফিকহী প্রশ্নোত্তর প্রশ্ন নং-৯৩ পৃঃ ২/৭৯, আল মুলাখ্খাসুল ফিকহী- ১/৩৫১, তুহফা- ২/২৭।

[৫৯] মিরআত-২/৯৭, তুহফা-২/২৭, ফিকহী প্রশ্নোত্তর ২/৯৭।

[৬০] বুখারী- ১/২০৪।

www.waytojannah.com

প্রশ্ন (২১) : জমাকৃত যাকাতুল ফিতরের মাল বিক্রি করে তার টাকা-পয়সা বিতরণ করা বা তা দিয়ে কাপড় কিনে বিতরণ করা যাবে কি না? বা শরীয়ত সম্মত কি না?

উত্তর : যাকাতুল ফিতরের জমাকৃত মাল বিক্রি করে সে বিক্রিত টাকা-পয়সা বিতরণ বা তা দিয়ে পরিধেয় কাপড় কিনে বিতরণ করা কোন অবস্থাতেই শরীয়ত সম্মত নয়। হকদার ফিতরা হস্তগতের পর ইচ্ছানুযায়ী ব্যবহার করবে।[৬১]

আল্লামা উসাইমীন বলেন, খাদ্যের পরিবর্তে যেমন বাড়ীর ব্যবহৃত কোন মাল বিক্রি করে দেয়া যাবে না, তেমন জমাকৃত মাল বিক্রি করে কাপড় কিনে দেয়া যাবে না। সুতরাং খাদ্যের পরিবর্তে টাকার ফিতরা আদায় করা বা যাকাতুল ফিতরের জমাকৃত মাল বিক্রি করে টাকা দেয়া আল্লাহর নবীর নির্দেশের বিরোধিতা করা।[৬২]

প্রশ্ন (২২) : ফিতরা পাওয়ার অধিকারী কারা?

উত্তর : এ ব্যাপারে ইসলামী বিদ্যানগণের মাঝে দু'টি অভিমত পরিলক্ষিত হয়, তা নিম্নরূপ ঃ

১ম অভিমত : ইবনে আব্বাস বর্ণিত হাদীসের ভিত্তিতে যাকাতুল ফিতর শুধুমাত্র ফকীর ও মিসকীনদের মাঝেই বিতরণ করতে হবে।[৬৩]

উক্ত মতের স্বপক্ষে ইমাম আহমাদ, ইমাম ইবনে তাইমিয়া, ইবনুল কাইয়েম, আল্লামা মুহাম্মদ বিন ইসমাইল ইয়ামেনী এবং হানাফীগণের মধ্যে ইমাম কারখী ফিতরাকে শুধু ফকীর মিসকীনদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছেন।[৬৪]

২য় অভিমত : ইমাম শাফেয়ী, ইমাম ইবনে কুদামা, ইমাম কারখী, হাফিয যরকাশী, হাফিয ইবনে হাযম, আল্লামা শাওকানী আর হানাফী মাযহাবের বিদ্যানগণের উক্তি এবং মুহাদ্দিস দেহলভীর সাক্ষ্য অনুসারে চার মাযহাবের

---

[৬১] বুখারী হাঃ ১৫০৬, মাজমুআ ফাতাওয়া উসাইমীন প্রশ্ন নং-১৯০ পৃঃ ১৮/২৭৭।

[৬২] মাজমুআ ফাতাওয়া উসাইমীন প্রশ্ন নং-১৯০ পৃঃ ১৮/২৭৮, মাজালিসু শাহরে রমাযান পৃঃ ১৩৮।

[৬৩] আবূ দাউদ হাঃ ১৬০৯, ইবনু মাজাহ হাঃ ১৮২৭।

[৬৪] ফাতাওয়া ২/৮২, মাসায়েলে ইমাম আহমদ পৃঃ ৮৬, বাহরুর রায়েক ২/২৭৫, বরাতে ফাতাওয়া ও মাসায়েল ১১৪-১১৫, যাদুল মা'আদ, যাকাত অধ্যায় ২/২২, মাজমুআ ফাতাওয়া উসাইমীন- প্রশ্ন নং ১৬৯ পৃঃ ১৮/২৫৯, আওনুল মাবুদ যাকাত অধ্যায় ২/৩, মাজুমুআ ফাতাওয়া- বিন বায পৃঃ ২/২০২-২১৪, মাজালিসু শাহরে রমাযান-১৪০, মিরআত পৃঃ ৩/১০১, আল ওয়াজিয- পৃঃ ২৩১, মাজমুআ ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়া ২৫/৭৫-৭৬।

www.waytojannah.com

প্রকাশ্য ফাতাওয়া সূত্রে ফিতরার যাকাত সম্পদের যাকাতের নিয়মানুযায়ী বণ্টন করতে হবে।[৬৫]

তাদের দলীল : সূরা তাওবার ৬০ নং আয়াত, কারণ ফিতরা ও সম্পদের যাকাত উভয় বস্তুই রাসূল ﷺ'র পবিত্র মুখে 'সাদাকাত' নামে আখ্যাত হয়েছে মর্মে তারা যাকাতুল ফিতরকে আটটি খাতেই দিতে হবে বলে মত পোষণ করেছেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর হাদীস শাস্ত্রের বিখ্যাত পণ্ডিত আল্লামা আলবানী ২য় অভিমতের প্রতিবাদ করতঃ ১ম অভিমতকে ইবনে আব্বাসের হাদীসের ভিত্তিতে কেবল যাকাতুল ফিতর ফকীর ও মিসকীনদের জন্যই সীমাবদ্ধ করেছেন। এবং ২য় অভিমতের প্রতিবাদটা তিনি এভাবে করেন : "সুরা তাওবার ৬০ নং আয়াতটি যাকাতুল ফিতরের ক্ষেত্রে নয় বরং মালের যাকাতের ক্ষেত্রেই বুঝানো হয়েছে। যার প্রমাণ তার পূর্বের ৫৮ নং আয়াত।

এটাই ইবনে তাইমিয়া ও শাওকানীর মত তাছাড়াও ইবনুল কাইয়েম তার যাদুল মা'আদ গ্রন্থে "যাকাতুল ফিতর একমাত্র মিসকীনদের জন্য নির্দিষ্ট করা রাসূল ﷺ'র নির্দেশনা" শিরোনামে উল্লেখ করেছেন।"[৬৬]

হে পাঠকবৃন্দ! উভয়ের দলীলসহ দু'টি অভিমত উপস্থাপন করা হল সিদ্ধান্ত আপনাদের।

প্রশ্ন (২৩) : কাদেরকে ফিতরা দেয়া যাবে না?

উত্তর : যাদেরকে ফিতরা দেয়া যাবে না তারা হচ্ছে :

(১) যাদের যাকাত দেয়া বৈধ নয়।

(২) কোন ধনী ব্যক্তিকে।

(৩) ইসলামের দুশমনকে।

(৪) কাফেরকে।

(৫) মুরতাদকে।

(৬) ফাসেককে।

---

[৬৫] শাফেয়ী উম, ২/৫৯, মুহাল্লা-৬/১৪৪, বাহরুর রায়েক ২/২৭৫, উমদাতুর রিআয়া ১/২২৭, শরহে সিফরুস সাআদা পৃঃ ৩৬৯, মুগনী : ৩/৭৮ বরাতে ফাতাওয়া ও মাসায়েল পৃঃ ১১৫।
[৬৬] তামামুল মিন্না পৃঃ ৩৮৭-৮৮।

www.waytojannah.com

Contents

(৭) দুরাচারী বা ব্যভিচারিণীকে।

(৮) রোজগার করার ক্ষমতা রাখে এমন ব্যক্তিদের।

(৯) জিম্মি ব্যক্তিকে।

(১০) নিজের স্বামীকে।

(১১) নিজের স্ত্রীকে।

(১২) নিজের পিতাকে এবং নিজের সন্তান সন্ততিকে।

(১৩) কুরাইশ বংশের হাশিম বংশধরদেরকে ফিতরা দেয়া যাবে না।[৬৭]

(১৪) মসজিদ নির্মাণে অথবা কল্যাণমূলক কাজে যাকাতুল ফিতর দেয়া যাবে না।[৬৮]

প্রশ্ন (২৪) : ফিতরার মাল এক জায়গায় জমা করা যায় কি না?

উত্তর : ইবনে উমর হতে বর্ণিত সাহাবারা ঈদুল ফিতরের একদিন কিংবা দু'দিন পূর্বেই আদায়কারীর নিকট ফিতরা জমা দিতেন। তিনি আরো বলেন, সাহাবারা আদায়কারীর নিকট ফিতরা জমা দিতেন সরাসরি গরিবদেরকে দিতেন না।[৬৯]

তাছাড়া নাফে বর্ণনা করেন, ইবনে উমর ঈদের দুই বা তিন দিন পূর্বে সাদাকাতুল ফিতর জমাকারী কর্মচারীর নিকট স্বীয় ফিতরা পাঠিয়ে দিতেন।[৭০]

তাহলে হাদীস থেকে প্রমাণিত হল যে, সরাসরি হকদারকে না দিয়ে জমাকারীর নিকট জমা দিয়ে তারপর বণ্টন করতে হবে।

অতএব বন্টনের সুশৃঙ্খলতা রক্ষার্থে এক জায়গায় জমা করে তা বণ্টন করাই শ্রেয়।

প্রশ্ন (২৫) : কারো উপর ফিতরা ফরয হওয়ার জন্য নির্দিষ্ট নিসাব আছে কি না?

উত্তর : যাকাতুল ফিতর ফরয হওয়ার জন্য নির্ধারিত "নিসাব" থাকা শর্ত নয়।

তবে এ ব্যপারে ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বলেন, যে ব্যক্তি ঈদের দিনে তার নিজের ও তার পরিবারের দু'ওয়াক্তের ও বেশি খাবারের ব্যবস্থা আছে, তার উপর ও তার পরিবারের পক্ষ থেকে ফিতরা আদায় করতে হবে।[৭১]

---

[৬৭] সিয়াম ও রমাযান পৃঃ - ১০৫-১০৬, ফিকহুয যাকাত- ৫৪৬-৫৪৭।

[৬৮] ফাতাওয়া লাজনাতুত দায়েমা-৯/৩৬৯।

[৬৯] বুখারী পৃঃ ২০৫, আবূ দাউদ ১/২২৭।

[৭০] বাংলা মুয়াত্তা-১/৩৫৪।

www.waytojannah.com

আর যার কাছে মাত্র এক ওয়াক্তের খাবার আছে তার উপর ফিতরা আদায় করা জরুরী নয়।[৭২]

ইমাম আহমদ ও ইমাম মালেক (রহঃ)'ও উক্ত মত পোষণ করেছেন।

প্রশ্ন (২৬) : পাগলের উপর ফিতরা আদায় করা ফরয কি না?

উত্তর : ইমাম জুহ্‌রী (রহঃ) বলেন, পাগলের মাল থেকেও ফিতরা আদায় করতে হবে।[৭৩]

প্রশ্ন (২৭) : কোন সংগঠন, সংস্থা, সমবায় সমিতি বা দাতব্য সংস্থায় যাকাতুল ফিতর জমা করা যাবে কি না?

উত্তর : হ্যাঁ, জমা করা যাবে, তবে সংস্থাগুলোর উপর আবশ্যক যে, জমাকৃত যাকাতুল ফিতর আবূ দাউদ ২/১৬০৯, ইবনে মাজাহ ১৮২৭, দারকুতনী- ২/১৩৮, আল-হাকেম ১/৪০৯ নং হাদীসের ভিত্তিতে সালাতে যাওয়ার পূর্বেই হকদারদের (ফকীর, মিসকীন) নিকট বণ্টন করতে হবে। এবং সংস্থাগুলোকে যাকাতুল ফিতর বিক্রি করে মুদ্রা/টাকা বণ্টন না করে খাদ্য হিসেবেই তা বণ্টন করতে হবে।[৭৪]

প্রশ্ন (২৮) : হকদার এর পক্ষ থেকে কেউ যাকাতুল ফিতর গ্রহণ করতে পারবে কি না?

উত্তর : হ্যাঁ, পারবে।[৭৫]

---

[৭১] শরহে নববী, মুসলিম-১/৩১৭।

[৭২] আওনুল বারী- ৪/১০২।

[৭৩] বুখারী- পৃঃ ২০৫।

[৭৪] ফাতাওয়া লাজনাতুত দায়েমাহ-৯/৩৭৯।

[৭৫] ফাতাওয়া লাজনা-৯/৩৮১।

www.waytojannah.com

Contents

দ্বিতীয় পর্ব : উশর

প্রশ্ন (১) : কত শ্রেণীর মাল থেকে উশর (যাকাত) বের করা ফরয?

উত্তর : চার শ্রেণীর মাল বা সম্পদ থেকে উশর বের করা ফরয। যথা :

(ক) জমি/ভূমি হতে উৎপাদিত ফল ও ফসল।[৭৬]

(খ) স্বর্ণ-রৌপ্য বা সঞ্চিত টাকা।[৭৭]

(গ) ব্যবসায়রত সম্পদ।[৭৮]

(ঘ) গবাদী পশু।[৭৯]

আর আমাদের আলোচ্য বিষয় হল প্রথম প্রকার তথা জমিতে উৎপাদিত ফল-ফসলের উশর সংক্রান্ত।

প্রশ্ন (২) : উশর শব্দের আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী?

উত্তর : عُشْرٌ শব্দটি عَشْرٌ শব্দ হতে উৎপত্তি, عشر শব্দের অর্থ দশ, عَشَرٌ (স্ত্রী) অর্থ দশ, দশক, দশজন, দশটি। عُشْرٌ অর্থ এক দশমাংশ ($\frac{১}{১০}$) দশ ভাগের এক ভাগ।

উশর : জমির উৎপন্ন দ্রব্যের এক দশমাংশ, বহুবচন أَعْشَارٌ عُشُوْرٌ (আধুনিক আরবী বাংলা অভিধান)

শরয়ী অর্থ : জমি হতে উৎপন্ন/উৎপাদিত ফসল নির্দিষ্ট নিয়মে ও নির্দিষ্ট সময়ে শরয়ী পদ্ধতিতে যে অংশ যাকাত হিসেবে বের করা হয় তাকেই উশর বলা হয়।

প্রশ্ন (৩) : উশর ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য কী?

উত্তর : (১) যাকাত দেয়ার জন্য এক বছর অতিবাহিত হওয়া শর্ত। কিন্তু উশরের জন্য তা নয়। বরং ফসল যখনই উৎপন্ন হয়ে হস্তগত হবে তখনই উশর দিতে হবে।

---

[৭৬] সূরা বাকারা-২৬৭, আনআম-১৪১, বুখারী হাঃ-১৪৮৩।

[৭৭] তাওবাহ-৩৪, মুসলিম হাঃ ২২৮৭।

[৭৮] তাওবাহ-১০৩, মায়ারেজ-২৪-২৫, আবূ দাউদ হাঃ ১৫৬২, আল মুলাখ্খাসুল ফিকহী-১/৩৪৬।

[৭৯] আবূ দাউদ হাঃ ১৫৭৫, নাসাঈ হাঃ ২৪৪৩, আল-মুলাখ্খাসুল ফিকহী-১/৩২৫।

www.waytojannah.com

(২) যাকাতের ব্যাপারে ঋণ পরিশোধ করার পর নিসাব পরিমাণ সম্পদ থাকতে যাকাত ফরয হয়, কিন্তু উশর আগে বের করে পরে ঋণ পরিশোধ করতে হবে।

(৩) উশর ফরয হওয়ার জন্য জমীর মালিক হওয়া শর্ত নয়। কিন্তু যাকাত ফরয হওয়ার জন্য সম্পদের মালিক হওয়া শর্ত।[৮০]

(৪) নিসাবগত পার্থক্য : সাধারণ সম্পদের নিসাবের পরিমাণ ৮৫ গ্রাম বা সাড়ে ৭ ভরি স্বর্ণের মূল্য অথবা ৫৯৫ গ্রাম বা সাড়ে ৫২ তোলা রৌপ্যের মূল্য। আর উশরের জন্য নিসাব হচ্ছে ৭২০ কেজি শস্য।

অধ্যাপক মজিবুর রহমান সাহেব তার "উশর" নামক বইয়ে নাবালেগ ও পাগল ব্যক্তির উপর উশর ফরয কিন্তু সম্পদের যাকাত ফরয নয় উল্লেখ করেছেন। কিন্তু আম দলীলের ভিত্তিতে পাগল ও নাবালেগের সম্পদের উপরও যাকাত ফরয।[৮১]

প্রশ্ন (৪) : উশরের হুকুম কী?

উত্তর : উশর একটি আর্থিক ইবাদাত এবং তা যাকাতের অনুরূপ ফরয।

প্রশ্ন (৫) : উশর (যাকাত) শরীয়তে কখন প্রবর্তিত হয়?

উত্তর : উশর বনাম যাকাত দ্বিতীয় হিজরীতে ফরয হয়।[৮২]

প্রশ্ন (৬) : কুরআন মাজীদে কত জায়গায় উশরের কথা উল্লেখ আছে?

উত্তর : পবিত্র কুরআন মাজীদে সালাতের সাথে যাকাত শব্দটি সর্বমোট ৮২ বার উল্লেখ আছে।[৮৩]

কিন্তু বিশেষভাবে ফল-ফসলে উশর (যাকাত) কুরআনুল কারীমে একটি মাত্র জায়গায় উল্লেখ করা হয়েছে। (দেখুন : সূরা আল-আন'আম (৬) : ১৪১ নং আয়াত)

প্রশ্ন (৭) : ফল-ফসলের উশর ওয়াজিব হওয়ার জন্য শর্ত কী?

উত্তর : ফল-ফসলের উশর (যাকাত) ওয়াজিব হওয়ার জন্য দু'টি শর্ত। যথা : (ক) নিসাব পূর্ণ হওয়া তথা মালের পাঁচ ওয়াসাক তথা ৭২০ কেজি পর্যন্ত পৌঁছা।

(খ) উশর (যাকাত) ওয়াজিব হওয়াকালীন সময়ে মালের মালিকানা থাকা।[৮৪]

---

[৮০] উশর, অধ্যাপক মুজিবুর রহমান- পৃঃ ২০।

[৮১] আল-মুলাখ্‌খাসুল ফিকহী-১/৩৫৩, ফাতাওয়া লাজনা-৯/৪১০।

[৮২] আল-মুলাখ্‌খাসুল ফিকহী-১/৩২০।

[৮৩] আল-মুলাখ্‌খাসুল ফিকহী-১/৩১৯।

[৮৪] আল-মুলাখ্‌খাসুল ফিকহী- ১/৩৩৬।

www.waytojannah.com

নোট ঃ ফল যখন পরিপক্ক এবং ফসল যখন কাটার উপযোগী হয়ে যায়, তখন উশর (যাকাত) ফরয হয়ে যায়।

প্রশ্ন (৮) : জমিতে কী পরিমাণ ফসল উৎপাদিত হলে উশর আদায় যোগ্য?

উত্তর : অধিকাংশ সাহাবী, তাবেয়ী, ফকীহ, ইমাম ও ওলামাগণ বুখারী শরীফের ১৩৯০ নং হাদীসের ভিত্তিতে ঐক্যমত্য পোষণ করেছেন যে, ফসলের উশরের (যাকাত) নিসাব হলো পাঁচ ওয়াসাক। কোন ফসল পাঁচ ওয়াসাকের কম উৎপাদন হলে তার যাকাত/উশর আদায় করা ফরয হবে না।[৮৫]

যেমন : রাসূল ﷺ'র বাণী :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ

আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী কারীম ﷺ বলেছেন, পাঁচ ওয়াসাক খেজুরের কমে যাকাত নেই। পাঁচ উকিয়ার কমে রৌপ্যের যাকাত নেই এবং পাঁচটি উটের কমে যাকাত নেই।[৮৬]

নোট : পাঁচ ওয়াসাক যার পরিমাণ হিজাযী 'সা' অনুযায়ী ১৯মণ ১২ সেরের কাছাকাছি বা ৭১৭ কেজির মত।[৮৭]

আল্লামা আব্দুস সালাম বাসতবী বলেন, ৬০ সায়ে ১ ওয়াসাক।[৮৮]

উপরিউক্ত পরিমাপটিই সঠিক। ৬০ সায়ে ১ ওয়াসাক এবং ৫ ওয়াসাক সমান ৩০০ সা হয়।

তাহলে উপরিউক্ত মাপ অনুযায়ী এক সা সমান দুই কেজি ৪০ গ্রাম।

মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল উসাইমীন (রহ:) নাবী ﷺ'র যুগের একটি সা তার শহর উনাইযা হতে পেয়েছেন। সেইটিই 'সা' সম্পর্কিত (রাযিয়াল্লাহু আনহু) মতভেদের নিরসন বা সমাধান। যায়েদ বিন সাবিত (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র ব্যবহৃত তামার 'সা' টিতে সর্বোত্তম গম ঢেলে ভর্তি করার পর সেই গমকে দাঁড়িপাল্লায় মেপে ওজন পাওয়া গেছে ২ কেজি ৪০ গ্রাম।

---

[৮৫] বুখারী হাঃ ১৩৯০, মুসলিম হাঃ ৯৭৯,৯৮০।

[৮৬] (বুখারী হাঃ ১৪০৫, মুসলীম হাঃ ২২৬০, আবূ দাউদ হাঃ ১৫৫৮, তিরমিযী হাঃ ৬২৫, নাসাঈ হাঃ ২৪৪৪, ইবনে মাজাহ হাঃ ১৩৯৩।

[৮৭] আত-তাহরীক-১১তম বর্ষ, ১২তম সংখ্যা।

[৮৮] আন ওয়ারুল মাসাবীহ তরজমা মিশকাতুল মাসাবীহ-৪/১০৮৬।

www.waytojannah.com

মোটকথা : পাঁচ ওয়াসাক বলতে ২ কেজি ৪০ গ্রামের ভিত্তিতে ৭২০ কেজি হয়।[৮৯] সুতরাং যে জমিতে ৭২০ কেজি খাদ্য শস্য উৎপাদন হবে তা থেকে $\frac{১}{২০}$ (সেচের মাধ্যমে) এবং $\frac{১}{১০}$ অংশ (সেচ ছাড়া) হারে উশর (যাকাত) আদায় করতে হবে।

প্রশ্ন (৯) : নিসাব পূর্ণ হলে কী পরিমাণ ফসল উশর বের করতে হবে?

উত্তর : নিসাব পূর্ণ হলে উৎপাদিত ফসলের উশরের পরিমাণ সর্ম্পকে আব্দুল্লাহ ইবনে উমার বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "বৃষ্টির পানি, প্রবাহিত ঝর্ণার পানি বা মাটির স্বাভাবিক আদ্রতা থেকে (কোন সেচ ব্যবস্থা ছাড়া) যে ফল বা ফসল উৎপাদিত হয় সে ফল বা ফসলের এক দশমাংশ ($\frac{১}{১০}$) উশর (যাকাত) হিসেবে বের করতে হবে। আর সেচের মাধ্যমে যে ফল বা ফসল উৎপন্ন হয় তাথেকে এক দশমাংশের অর্ধেক ($\frac{১}{২০}$) অর্থাৎ বিশ ভাগের এক ভাগ বা ৫% হিসেবে বের করতে হবে।[৯০]

প্রশ্ন (১০) : উশর কি বাৎসরিক না প্রতি মৌসুমে?

উত্তর : ফল বা ফসলের উশর (যাকাত) আদায় করার জন্য যাকাতের মত এক বছর পূর্ণ হওয়া শর্ত নয়। বরং ফল বা ফসল যখনই হস্তগত হবে তখনই তা নিসাব পূর্ণ হলে নির্দিষ্ট পরিমাণ হারে আদায় করতে হবে।[৯১]

তাহলে প্রতীয়মান হল যে, ফসলের উশর যাকাতের মত ব্যৎসরিক না, বরং প্রতি মৌসুমে। অর্থাৎ বছরে ১ বার ফসল উৎপন্ন করলে ১ বার, তেমনিভাবে ৫ বার উৎপন্ন করলে ৫ বারই উশর আদায় করতে হবে।

প্রশ্ন (১১) : উশর ফরয হওয়ার জন্য কি জমির মালিক হওয়া শর্ত?

উত্তর : উশর ফরয হওয়ার জন্য খাদ্য শস্যের মালিক হওয়া শর্ত, জমির মালিক হওয়া শর্ত নয়।[৯২]

প্রশ্ন (১২) : খাজনা প্রদানকৃত জমির ফসলের কি উশর আদায় করতে হবে?

উত্তর : হ্যাঁ, খাজনা প্রদানকৃত জমির ফসলের উশর আদায় করতে হবে।[৯৩]

---

[৮৯] মাজমুআ ফাতাওয়া, উসাইমীন-১৮/৫৮।

[৯০] সহীহ বুখারী হাঃ ১৪১২, তিরমিযী হাঃ ৬৪০, নাসাঈ হাঃ ২৪৮৭, ২৪৮৮, ২৪৮৯।

[৯১] আনআম-১৪১, আল-মুলাখ্খাসুল ফিকহী-১/৩২৩)

[৯২] ফাতাওয়া সানাইয়াহ- ১/৪৬৮, মাজমুআ ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়্যাহ : ২৫/৫৯।

[৯৩] ফাতাওয়া সানাইয়াহ- ১/৪৭০।

www.waytojannah.com

নোট : খাজনা এক জিনিস এবং উশর আরেক জিনিস, খাজনা মানুষের মস্তিস্ক প্রসূত আইনের মাধ্যমে জমির মালিকের নিকট হতে নেয়া হয়। যা শরীয়তে মোহাম্মাদী সমর্থিত নয়। সেই জমিতে ফসল হোক বা না হোক খাজনা হতে কেউই রেহাই পায় না। আর উশর আল্লাহ প্রদত্ত বিধান যা বান্দার উপর ফরয করা হয়েছে। আর তা ফসলের সাথে সংশ্লিষ্ট। কারণ ফসল উৎপন্ন হলে উশর লাগবে আর উৎপন্ন না হলে উশর লাগবে না।

যেমন আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾

"হে ঈমানদারগণ, যে সম্পদ আমি তোমাদের জন্য মাটি থেকে উদগত করেছি তার মধ্য থেকে উত্তম অংশ আল্লাহর পথে ব্যয় কর।"[৯৪]

খাজনার প্রদত্ত টাকা দেশের সরকার ইচ্ছামত ব্যয় করে, আর উশর আল্লাহর ধার্য্যকৃত খাতে ব্যয় করা ছাড়া অন্য কোথাও ব্যয় করতে পারবে না। খাজনা মুসলিম ও অমুসলিম সবার নিকট হতে গ্রহণ করা হয়, কিন্তু উশর একমাত্র মুসলিমের উপর ফরয, অমুসলিমের উপর নয়।

প্রশ্ন (১৩) : উশর হতে জমির খাজনা দেয়া যাবে কি না?

উত্তর : উশর হতে জমির খাজনা দেয়া যাবে না।[৯৫]

কারণ, খাজনা যাকাতের বণ্টন খাতের অন্তর্ভুক্ত নয়।

প্রশ্ন (১৪) : জমি বর্গা/আধি দিলে উশর কাকে আদায় করতে হবে?

উত্তর : বর্গাকৃত জমির ফসলের উশর, জমির মালিক তাঁর অংশের এবং বর্গাদার তার অংশের নিসাব পূর্ণ হলে নির্দিষ্ট হারে উশর আদায় করবে।[৯৬]

প্রশ্ন (১৫) : কোন মুসলিম অমুসলিমের জমি আধি (অর্ধেক ফসলের বিনিময়ে জমি চাষের ব্যবস্থা) করলে কি উশর লাগবে?

উত্তর : হ্যাঁ, যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾

---

[৯৪] সূরা বাকারাহ- ২৬৭।

[৯৫] ফাতাওয়া সানাইয়াহ- ১/৪৬৮।

[৯৬] ফাতাওয়া সানাইয়াহ-১/৪৬৮, মাজমুআ ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়্যাহ : ২৫/৫৪,৫৮।

www.waytojannah.com

হে মু'মিনগণ! তোমরা যা উপার্জন কর এবং আমি যা ভূমি হতে তোমাদের জন্য উৎপাদন করে দেই তন্মধ্যে যা উৎকৃষ্ট তা ব্যয় কর।[৯৭]

উক্ত আয়াতের ভিত্তিতে অমুসলিম ব্যতীত প্রত্যেক ঈমানদার ব্যক্তির উপর উশর ফরয।

প্রশ্ন (১৬) : জমির চাষাবাদ করতে যে খরচ হয় সেই খরচ পরিমাণ ফসল বাদ দিয়ে কি উশর বের করতে হবে?

উত্তর : না, জমি হতে উৎপাদিত সমুদয় ফসলের উশর বের করতে হবে।[৯৮]

যেমন ধরুণ : কেউ ৭২০ কেজি ধান পেয়ে তার থেকে ৫০ কেজি খরচ বাবদ বাদ দিয়ে ৬৭০ কেজি ধানের উশর বের করবে তা হবে না। বরং তাকে ৭২০ কেজি ধানেরই উশর বের করতে হবে।

প্রশ্ন (১৭) : টাকায় জমি ফুরান দিলে উশর কাকে বের করতে হবে?

উত্তর : জমি ফুরান[৯৯] গ্রহিতার উপর উশর ফরয। আর টাকা গ্রহণকারীর উপর বছর পূর্ণ হলে টাকার যাকাত ফরয হবে।

প্রশ্ন (১৮) : শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে (মাদরাসা, স্কুল, কলেজ, ও মসজিদ) ওয়াক্ফকৃত জমির উৎপাদিত ফসলের উশর আদায় করতে হবে কি না?

উত্তর : না, ওয়াক্ফকৃত জমির উৎপাদিত ফসলের উশর বের করতে হবে না। কারণ, পূর্বেই বলা হয়েছে, উশর ফরয হওয়ার জন্য ফসলের মালিক হওয়া শর্ত। সুতরাং এখানে ব্যক্তি মালীকানা না থাকায় উশর দিতে হবে না।[১০০]

প্রশ্ন (১৯) : উশরের ক্ষেত্রে ফসলের বদলে তার মূল্য প্রদান করে আদায় করা যাবে কি না?

উত্তর : কুরআন ও হাদীসে উশরের ক্ষেত্রে সর্বদা উৎপাদিত ফল-ফসল প্রদানের কথাই বলা হয়েছে। অধিকাংশ ইমাম ও ফকীহগণ বাহ্যিক শব্দের দিকে লক্ষ রেখে এক্ষেত্রে মূল্য প্রদান না করে সরাসরি উৎপন্ন ফল-ফসলই উশর হিসেবে আদায় করার মত পোষণ করেছেন। যেমন ইমাম শাফেয়ী (রহ:)

---

[৯৭] বাকারাহ : ২৬৭।

[৯৮] বাকারাহ : ২৬৭, আনআম-১৪১, ফাতাওয়া সানাইয়াহ-১/৪৬৯।

[৯৯] চুক্তিতে জমি চাষ করতে দেয়া

[১০০] ফাতাওয়া লাজনা-৯/৪১২।

www.waytojannah.com

বলেন, উৎপন্ন ফল বা ফসলের অংশই দিতে হবে, মূল্য দিলে চলবে না।[১০১] আর এটাই বিশুদ্ধ মত বলে মনে করি।

প্রশ্ন (২০) : ফল বা ফসল পরিপক্ক ও কাটার উপযোগী হওয়ার পর যদি কেউ বিক্রি করে তাহলে উশর আদায় করা কার উপর ফরয?

উত্তর : ফল বা ফসল পরিপক্ক এবং কাটার উপযোগী হওয়ার পর যদি কেউ তা বিক্রি করে তাহলে বিক্রেতার উপর উশর আদায় করা ফরয। ক্রেতার উপর নয়।[১০২]

প্রশ্ন (২১) : উশর ব্যয়ের খাত কী?

উত্তর : যেহেতু যাকাতের অপর নাম-ই উশর তাই কুরআন নির্দেশিত যাকাত ব্যয়ের আটটি খাতই উশর ব্যয়ের খাত। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন,

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾

"সাদাকাহ তো কেবল নিঃস্ব, অভাবগ্রস্ত ও তৎসংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের জন্য যাদের চিত্ত আকর্ষণ করা হয় তাদের জন্য, দাসমুক্তির জন্য, ঋণ ভারাক্রান্তদের, আল্লাহর পথে ও মুসাফিরদের জন্য। এটা আল্লাহর বিধান। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।[১০৩]

উশর যোগ্য ফল-ফসলের তালিকা :

إن الزكاة إنما تجب فيما يكال ويدخر من الحبوب والثمار

যে সমস্ত দ্রব্যের ওজন ও স্থায়িত্ব আছে তথা ওজন ও জমা করে রাখা যায় সেগুলোরই উশর (যাকাত) আদায় করতে হবে।[১০৪]

যেমন : যব, গম, ভূট্টা, ধান, কালাই, বুট, সরিষা, চা, কফি ইত্যাদি সকল দানা জাতীয় খাদ্য শষ্য।[১০৫]

---

[১০১] বাংলাদেশে উশর ও ফসলের যাকাত পৃঃ ১৩১, উদ্ধৃতিতে, আল-কাসানী, বাদাইউস সানাইয়া-২/৬৩।

[১০২] আল-মুলাখ্খাসুল ফিকহী-১/৩৩৭, ফাতাওয়া লাজনা- ৯/২২৩।

[১০৩] সূরা তাওবাহ : ৬০।

[১০৪] আল-মুলাখ্খাসুল ফিকহী- ১/৩৩৯।

www.waytojannah.com

উশর যোগ্য নয় এমন ফল-ফসলের তালিকা :

فمالا يكال ولا يدخر لا يجب فيه الزكاة

অর্থাৎ যা ওজন ও জমা করে সংরক্ষণে রাখা যায় না তার কোন উশর (যাকাত) লাগবে না। যেমন :

আখরোট	الجوز
আপেল	التفاح
কুল ফল	الخوخ
পিয়ারা জাতীয় এক প্রকার ফল	السفرجل
ডালিম	الرمان
কমলা	برتقال
কলা	موز/موزة
নারিকেল	نارجيل
আম	مانجو
আঙ্গুর ইত্যাদি	عنب

ولا زكاة في سائر الخضروات والبقول

অর্থাৎ সকল কাঁচা শাক সবজিতে কোন উশর (যাকাত) নাই।[১০৬]
যেমন :

মুলা	الفجل
রসুন	الثوم
পিয়াজ	البصل
গজর	الجور
তরমুজ	البطيخ

[১০৫] আল-মুলাখ্খাসুল ফিকহী- ১/৩৩৫।
[১০৬] তিরমিযী হাঃ ৬৪৮।

www.waytojannah.com

শসা	القثاء
ক্ষীরা	الخيام
বেগুন	الباذنجان
আখ	قصب السكر
বাশ/বেনু	قصب الفارس/الهندي
বন-জঙ্গল	الغابة
আলু	بطاطس
লাউ	قرع
কুমড়া	بقطين
ঢেঁড়শ	باميا
টমেটো	طماطم
খড়ি	الحطب
ঘাস	الحشيش
নাসপতি	الكمثري
ডমুর	التين
তুলা, ইত্যাদি	القطن

এখানে তুলায় দু'টি মত আছে তবে বিশুদ্ধতম মত হল তুলায় উশর (যাকাত) লাগবে না।[১০৭]

যবনিকা :

আল্লাহ তা'আলার বাণী :

﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ﴾

"রসূল তোমাদেরকে যা দেয় তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা হতে তোমাদেরকে নিষেধ করে তা হতে বিরত থাক। এবং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, আল্লাহ তো শাস্তি দানে কঠোর।[১০৮]

[১০৭] (আল-মুলাখ্খাসুল ফিকহী-১/৩৩৯, ফাতাওয়া লাজনা- ৯/২৪০, ৩৩৩, ৩৪২)

www.waytojannah.com

যাকাতুল ফিতর ও উশর ইসলামী শরীয়তের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য ফরয বিধান যা অবশ্যই পালনীয়। আর তা আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ অনুপাতে সহজ ও সাবলীল ভাষায় মুসলীম জনসাধারণের কাছে তুলে ধরা হয়েছে।

আমরা যেন সবাই উল্লেখিত আয়াতকে লক্ষ্য রেখে সঠিক সময়ে ও সঠিক পদ্ধতিতে যাকাতুল ফিতর ও উশর আদায় করে প্রভুর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারি।

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَن لاَّ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ وَاَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ.

---

১০৮ সূরা হাশর- ৮।

www.waytojannah.com

লেখকের প্রার্থনা

হে আল্লাহ! একমাত্র তুমি ছাড়া আমার কেউই সাহায্যকারী নাই। আমি সর্বদা তোমার সাহায্যের মুখাপেক্ষী। তুমি আমাকে সাহায্য কর। হে আমার প্রতিপালক তুমি অত্র পুস্তকখানা তোমার দেয়া অনুগ্রহে অদ্য ৩০/১২/০৮ ইং রোজ মঙ্গলবার সালাতুল ঈশার পর শেষ করলাম। আমার এই খিদমতটুকু আমার ও আমার আব্বার এবং পরিবারের সকলের জন্য পরকালের মুক্তির ও জান্নাতে যাওয়ার জন্য ওয়াসীলা হিসেবে কবুল কর। এবং পাঠকবৃন্দকে সহীহ আমল করার সুযোগ দিয়ে তোমার নৈকট্য লাভের পথকে তাদের জন্য উন্মুক্ত করে দিও- আমিন!

www.waytojannah.com

সহায়ক গ্রন্থাবলী

১। আল কুরআন
২। সহীহ বুখারী- মোহাম্মদ বিন ইসমাঈল (১৯৪-২৫৬ হিঃ)।
৩। সহীহ মুসলিম- মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (২০৬/২০৪/২০২-২৬১ হিঃ)
৪। আবু দাউদ- সুলাইমান ইবনুল আশআস (২০২/২০৩-২৭৫ হিঃ)।
৫। নাসাঈ- আহমদ ইবনু শুআয়ব (২১৫/২১৪-৩০৩ হিঃ)
৬। ইবন মাজাহ- মুহাম্মদ ইবন মাজাহ (২০৯/২০৭-২৭৩ হিঃ)
৭। তিরমিযী- মুহাম্মদ ইবনু ঈসা (২০৯/২১০-২৭৯ হিঃ)
৮। মুয়াত্তা ইমাম মালেক- মালেক বিন আনাস (৯৩-১৭৯ হিঃ)
৯। মাজমুআ ফাতাওয়া- মুহাম্মদ বিন সালিহ আল উসাইমীন
১০। মাজমুআ ফাতাওয়া- ইবনু তাইমিয়্যাহ (৬৬১-৭২৮ হিঃ)
১১। মাজমুআ ফাতাওয়া- বিন বায
১২। ফাতাওয়া লাজনাতুত দায়েমাহ- আহমাদ বিন আব্দুর রায্যাক আদ্ দুওয়াইসী
১৩। মাজালিসু শাহরি রমাযান- উসাইমীন
১৪। মিরআতুল মাফাতিহ- ওবাইদুল্লাহ মোবারকপুরী (জন্ম-১৩২৭ হিঃ)
১৫। দারাকুতনী- আবুল হুসাইন আলী বিন মুহাম্মদ আদ্-দারাকুতনী (৩০৫-৩৮৫ হিঃ)
১৬। আল হাকেম- মুহাম্মদ বিন আব্দল্লাহ (মৃত্যু-৪০৫ হিঃ)
১৭। আউনুল বারী
১৮। তুহফাতুল আহওয়াজী- আব্দুর রহমান মোবারকপুরী (মৃত্যু ১৩৫৩ হিঃ)
১৯। যাদুল মাআদ- ইবনুল কাইয়্যিম আল জাওযী- (মৃত্যু-৭৫১)
২০। ফাতুহুল বারী- আহমদ ইবন আলী ইবন হাজার আসকালানী (মৃত্যু-৮৫২)
২১। আল মুলাখ্খাসুল ফিকহী- ডঃ সালিহ বিন ফাউযান
২২। আল আসইলাতুল উযুবিয়াতুল ফিকহীয়া
২৩। আল মুগনী-ইবনু কুদামাহ (৬২০-৫৪১ হিঃ)
২৪। মিশকাত- ওয়ালীউদ্দীন মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ (মৃত্যু ৭৪৩ হিঃ)
২৫। নাইলুল আওত্বার- মুহাম্মদ বিন আলী আস-সাওকানী (১১৭২-১২৫০/১২৫৫ হিঃ)
২৬। তামামুল মিন্নাহ- মুহাম্মদ নাসিরুদ্দীন আলবানী (মৃত্যু ১৯৯৯-১৯১৪ খৃ:)
২৭। ই'লামুল মুওয়াক্কে'ইন- শামসুদ্দীন ইবনুল কাইয়্যিম আল-জাওযী- (মৃত্যু ৭৫১)
২৮। আল ওয়াজিয- ডঃ আব্দুল আযীম বারুবী
২৯। নববী- শরাহ মুসলিম- মহিউদ্দীন আবু যাকারিয়া (৬১৩-৬৭৬ হিঃ)

www.waytojannah.com

৩০। আউনুল মাবুদ- শামসুল হক আযিমাবাদী (মৃত্যু-১৩২২ হিঃ)
৩১। ফাতাওয়া ও মাসায়েল- আব্দুল্লাহিল কাফী আল কুরাইশী
৩২। সিয়াম ও রমাযান- আইনুল বারী আলিয়াবী
৩৩। আধুনিক আরবী বাংলা অভিধান- ডঃ ফজলুর রহমান (জন্ম : ১৯৫১ ইং)
৩৪। ফাতাওয়া সানাইয়া- আবুল ওয়াফা সানাউল্লাহ অমরিত্বসরি (রহ:)
৩৫। বাদাইউস সানাইয়া- আল-কাসানী
৩৭। উশর বা ফসলের যাকাত- ড. আঃ জাহাঙ্গীর
৩৮। আশ-শাবহুল মুম্তি।
৩৯। বিশুদ্ধ সিয়াম নির্দেশিকা ও আনুষঙ্গিক কথা।
৪০। ব্যবহারিক বাংলা অীভধান- বাংলা একাডেমি।

www.waytojannah.com

প্রাপ্তিস্থান

১. নিজবাস ভবন

সাং ও পোঃ কালাইবাড়ী,
পোরশা, নওগাঁ।
মোবাঃ ০১৭১৮-৬১৪৩৫১

২. নিতপুর দারুস সুন্নাহ ফাযিল মাদরাসা

নিতপুর, পোরসা, নওগাঁ।
মোবাঃ ০১৭১৮-৬১৪৩৫১

৩. এম. এ. কে. বইঘর

সাং ও পোঃ আক্কেলপুর থানা ঃ গোমস্তাপুর,
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।
মোবাঃ ০১১৯০-২৩৪০১৩

৪. আব্দুল্লাহ লাইব্রেরী

মিরাপাড়া হাট, সাং নিশ্চিন্তপুর,
সাপাহার, নওগাঁ

৫. ইসলামিয়া লাইব্রেরী

সাহেব বাজার (সোনাদিঘির মোড়) রাজশাহী।
ফোন : ০৭২১৭৭৩৮৮৬

৬. আর মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী

নওদাপাড়া, রাজশাহী।

৭. তাওহীদ পাবলিকেশন্স

৯০, হাজী আবদুল্লাহ সরকার লেন,
বংশাল, ঢাকা-১১০০।
ফোন ০২৭১১২৭৬২, মোবা : ০১৭১১-৬৪৬৩৯৬

৮. রহমানীয়া লাইব্রেরী

সাপাহার, নওগাঁ।

৯. আল-কুরআন লাইব্রেরী

হেতেম খাঁ, চৌধুরী পুকুরের পূর্ব পার্শ্বে।
বাসা ৩০, রাজশাহী। মোবাঃ ০১৭১৫-৭১৫৪১০

১০. ন্যাশনাল লাইব্রেরী

সাহেব বাজার (সোনাদিঘির মোড়) রাজশাহী।
মোবাঃ ০১৬৭০-৬১৯৯০৬

১১. ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া

অনুষদ ভবন (নিচ তলা)।

www.waytojannah.com